হার্জ

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২/প্রথম পর্ব

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

আনন্দ

হার্জ

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২

প্রথম পর্ব

জন পাখের উত্তরাধিকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

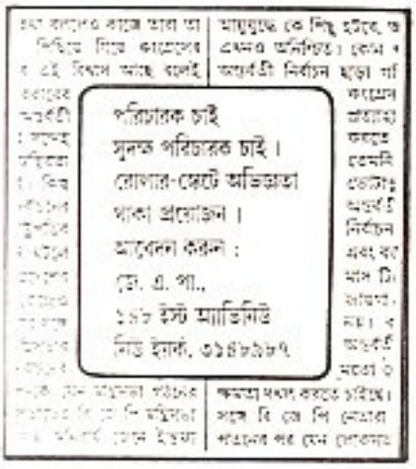

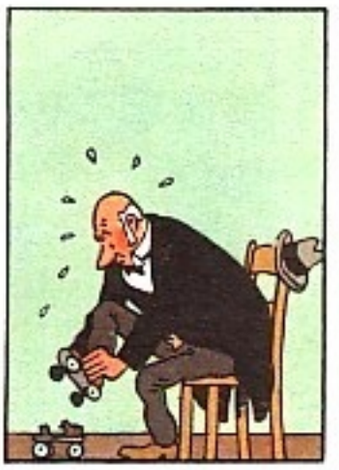

এখন পেছনের ট্রে-টা হাতে নিন... তারপর স্কেটিং শুরু করুন !
দুঃখিত...আপনাকে দিয়ে চলবে না... অনুপযুক্ত... পরের জন !
বুঝতে পারছি না, মিঃ পাম্প কেন রোলার স্কেট করতে বলেন ?
মিঃ পাম্প গতি পছন্দ করেন। তিনি অত্যন্ত আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ। তাঁর বাড়িতে পুরনো ব্যাপার-স্যাপার চলবে না। রোলার স্কেট পরে কাজ করলে এক সেকেন্ডও নষ্ট হয় না।
একটু অপেক্ষা করুন...
মিনিটখানেকের মধ্যেই আসছি।
!?
ক'জন আবেদনকারী এসেছেন ?
এগারোজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকেই ভাল। তবে রোলার-স্কেট পরীক্ষায় কেউ পাশ করেনি।
HASTY SOUP

এগারো ! অত্যন্ত কম !...সময় নষ্ট করছ ! আমাকে দেখে শেখো ! আমার গতি বাড়াতে কনভেয়ার বেল্টে আমার খাবার দেওয়া হয় !
আমার সময় নষ্ট না করে চলে যাও !
না, মিঃ পাম্প !
কর্তা আজ খুব তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েছেন । মেজাজটা চমৎকার আছে...
বাস ! শেষ !
জেঙ্কিস, আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন করতে ভুলো না...
ক্রি ক্রিংং
জেঙ্কিস বলছি, মিঃ পাম্প । কর্তা আজ ৩ মিনিট ১৪·৬ সেকেন্ডে লাঞ্চ খেয়েছেন । উনি নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন । আগের রেকর্ড ছিল ৩ মিনিট ১৫·২ সেকেন্ড । প্রেসকে খবর দেব কি ?
সকালে চমৎকার কাজ হয়েছে !... গাড়ি চালিয়ে নিজেকে পুরস্কৃত করব ।
হেলো !... আমার নতুন উল্কাটা নিয়ে এসো । আমি ৪২ সেকেন্ডে নীচে নামছি ।
কর্তার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে !

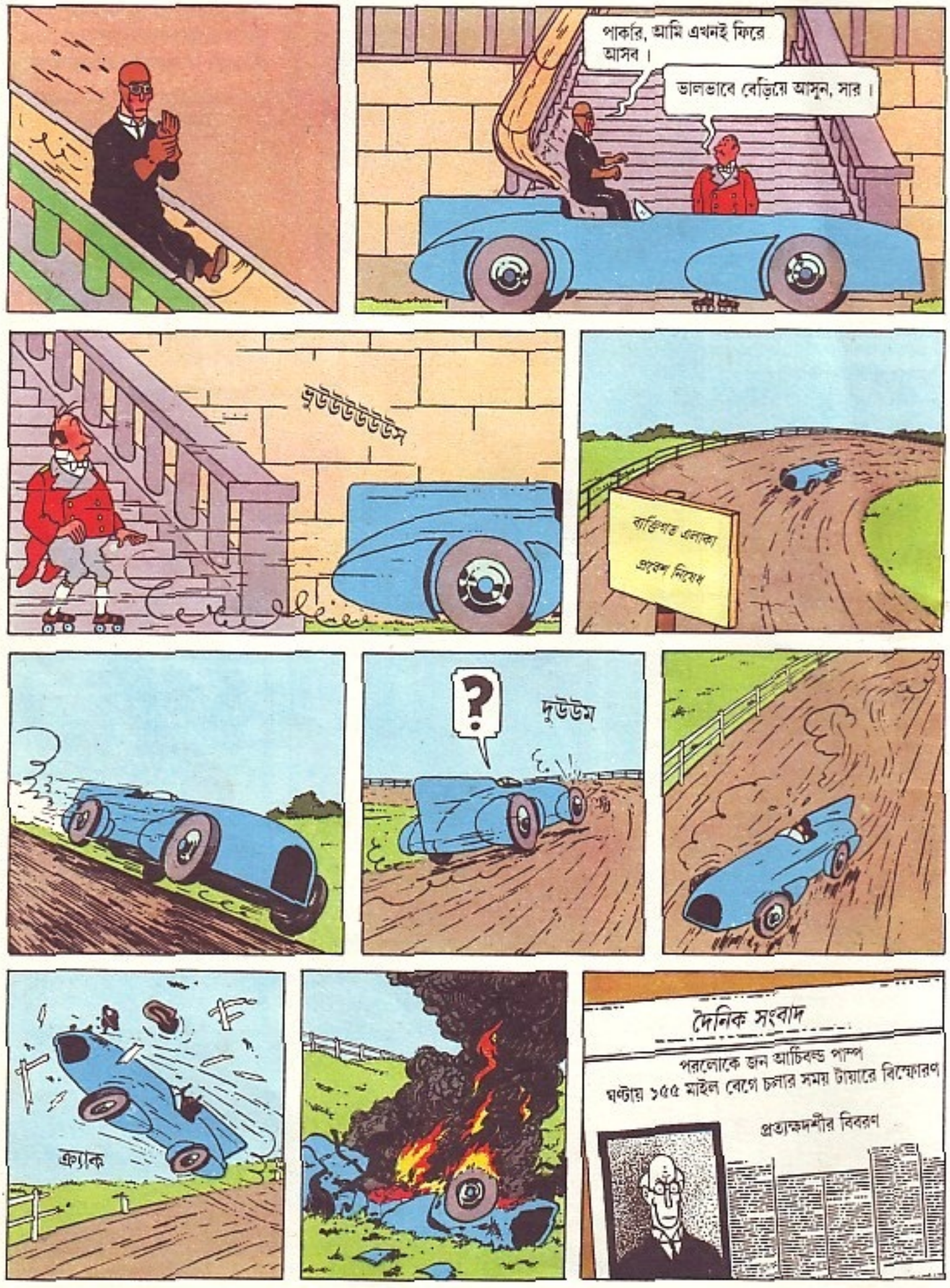

পার্কার, আমি এখনই ফিরে আসব ।
ভালভাবে বেড়িয়ে আসুন, স্যার ।
ভ্রুউউউউউউম্স
ব্যক্তিগত এলাকা
প্রবেশ নিষেধ
?
দুউউম
ক্র্যাক
দৈনিক সংবাদ
পরলোকে জন আর্চিবল্ড পাম্প
ঘণ্টায় ১৫৫ মাইল বেগে চলার সময় টায়ারে বিস্ফোরণ
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

উইলিয়াম এবং ফ্রেড স্টকরাইড, মিঃ পাম্পের দুই ভাগ্নে, সঙ্গে-সঙ্গে বিমানে নিউ ইয়র্ক রওনা হল। উইল পড়ার সময় তারা সেখানে হাজির থাকবে।
জানো, ওঁর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১০ কোটি ডলার!
"এই আমার শেষ উইল..."
এই শর্তে নামবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য) জ্ঞাত করে দেওয়া হবে যে, তারা পূর্বোক্ত রীতি নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে। (ক্রোড়পত্র ৪ দ্রষ্টব্য)। নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসে অথবা প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে গড়ে ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার (অথবা ৬২৫ মাইল) বেগে একনাগাড়ে উড়ে যেতে পারে এমন বিমান তৈরি করতে যারা প্রথম সফল হবে তাদের জন্য এক কোটি ডলার দান করছি। কিন্তু এই উইল কার্যকর হওয়ার ঠিক এক বছরের মধ্যে এমন বিমান তৈরি সম্ভব না হলে এই অর্থ আমার দুই ভাগ্নে উইলিয়াম এবং ফ্রেড
স্টকরাইড পাবে। এদের জন্য আমি কোনও অর্থ রেখে যাচ্ছি না। আমার ইচ্ছা, তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমার সারাজীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী 'কিড' স্টপওয়াচ তাদের জন্য রেখে যাচ্ছি।
জে. এ. পাম্প
১৯২৫ সালের ১০ জুন এক ঘণ্টা, ৩৫ মিনিট, ১২.৮ সেকেন্ডে নিউ ইয়র্কে সম্পাদিত।
এখানেই শেষ। কেউ কি আপত্তি জানাতে চান?
আমি চাই!...আমি বলছি এই উইল সিদ্ধ নয়... আমাদের মামা নির্বোধ ছিলেন...আমাদের বঞ্চিত করার কোনও অধিকার তাঁর ছিল না... আমি ফ্রেড স্টকরাইড নিন্দা করছি...
আর কথা নয়, ফ্রেড!... তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত... বসে পড়ো!...
কী বললে? তুমি...

আমার ভাইকে ক্ষমা করবেন... ও রাগের মাথায় বলেছে। এখনই ও বুঝতে পারবে মামা ঠিকই করেছেন।
ঠিক আছে।
কিন্তু...
রেডিও প্যারিস। মার্কিন কোটিপতি ডন পাপ্পের উইল অনুযায়ী যে-বিমান প্রথম নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস অথবা প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক হাজার কিলোমিটার বেগে উড়ে যেতে পারবে...
...সে এক কোটি ডলার পুরস্কার পাবে।
এক কোটি ডলার!
ঘন্টায় হাজার কিঃ মিঃ বেগে!
স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়া এই গতিবেগ সম্ভব নয়। তাই আমাদের স্ট্রাটোস্ফেরিক বিমান তৈরি করতে হবে। লেগ্রাঁ, চেষ্টা করবে?
S.A.F.C.A
নিশ্চয়, সার। কাল থেকে কাজে হাতে দেব। আশা করছি আমরা সফল হব।
S.A
পরদিন সকালে...
প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে দেখছি। হ্যানোভারের র‍্যাকনার কোম্পানি, বার্মিংহামের এল. এফ. এ আর বস্টনের লকহার্ট বিমান তৈরি করবে ঘোষণা করেছে।
বাবা, তুমি কি এস. এফ. সি-র প্লেন চালাবে?
হতে পারে...তবে আগে প্লেনটা তৈরি করতে হবে, জো।
আমি যাচ্ছি...খেলা করো... কিন্তু দুষ্টুমি... করবে না...
বিদায়, বাবা...
তাড়াতাড়ি ফিরো...
চলি...
স্ট্রাটোস্ফিয়ার আইফেল টাওয়ারের চেয়েও উঁচু?
হ্যাঁ, ছোট!
ওই মেঘ দেখতে পাচ্ছ? ওর চেয়েও উঁচুতে। বাবা বলেন ওখানে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাসই নেই...
যদি বড় হতুম, বাবার স্ট্রাটোস্ফেরিক প্লেন চালিয়ে এক কোটি ডলার জিতে...
একটা সুপার স্কুটার কিনে ফেলতুম...

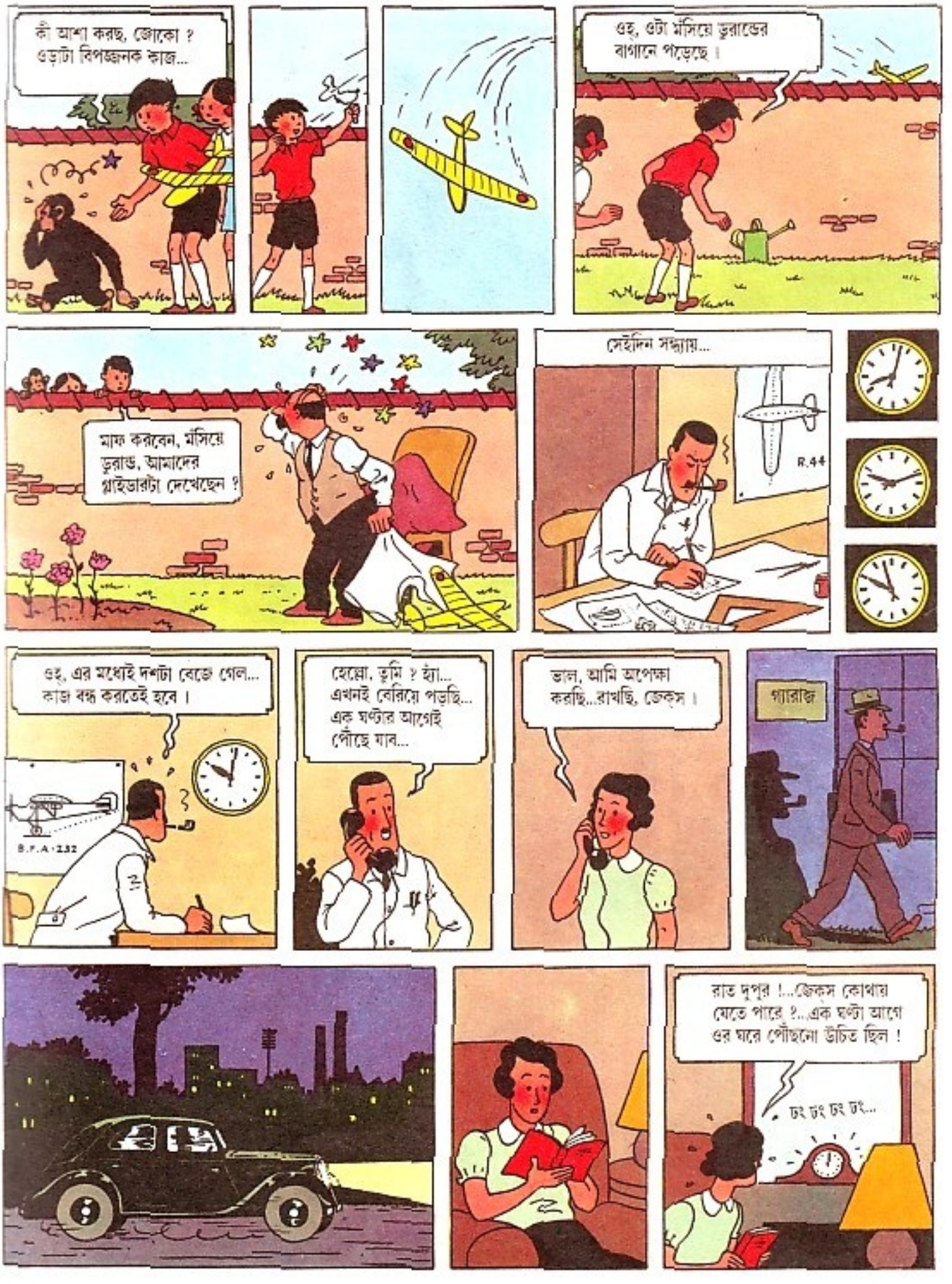
কী আশা করছ, জোকো ? ওড়াটা বিপজ্জনক কাজ...
ওহ্, ওটা মঁসিয়ে ডুরান্ডের বাগানে পড়েছে !
মাফ করবেন, মঁসিয়ে ডুরান্ড, আমাদের গ্লাইডারটা দেখেছেন ?
সেইদিন সন্ধ্যায়...
R.44
ওহ্, এর মধ্যেই দশটা বেজে গেল... কাজ বন্ধ করতেই হবে।
B.F.A-232
হেল্লো, তুমি ? হ্যাঁ... এখনই বেরিয়ে পড়ছি... এক ঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাব...
ভাল, আমি অপেক্ষা করছি...রাখছি, জেক্স।
গ্যারাজ
রাত দুপুর !...জেক্স কোথায় যেতে পারে ?...এক ঘণ্টা আগে ওর ঘরে পৌঁছনো উচিত ছিল !
ঢং ঢং ঢং ঢং...

ক্রিং ক্রিং...
?
হেল্লো ?...হ্যাঁ, বলছি...
কী ? আমার স্বামী ?
দুর্ঘটনা !...সর্বনাশ !...
আহত...সেন্ট জনস
হসপিটাল...এখনই
যাচ্ছি...
উদ্বিগ্ন হবেন না, মাদাম লেগ্রাঁ।
আপনার স্বামীর আঘাত সামান্য...
কী স্বস্তি !
প্রায় ষাট মাইল বেগে
যাচ্ছিলুম...হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ
হারালুম...আর কিছু মনে নেই...
বোধ হয় স্টিয়ারিং-এ গোলমাল...
বিশেষজ্ঞ কী বলেন দেখি।
নিঃসন্দেহে অন্তর্ঘাত। করাত দিয়ে স্টিয়ারিং কলাম প্রায় কেটে ফেলা হয়েছিল...প্রথম ঝাঁকুনিতেই ওটা ভেঙে যায়।
জেট, কী মনে হচ্ছে
জানো ? কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী
বাবার প্লেন তৈরিতে বাধা
দিচ্ছে। গল্পে এমন
পড়েছি...
অ্যারো-এঞ্জিনিয়ার
লেগ্রাঁর ওপর
হামলা
আততায়ীর অনুসন্ধান
চলছে, পুলিশ এখনও
অন্তর্ঘাতের খোঁজ পায়নি।
মঁসিয়ে লেগ্রাঁ
কাজে যোগ দিয়েছেন।
আজ তোমাদের কারখানায় নিয়ে যাব...
আবহাওয়া-বেলুন ওড়াতে তোমরা
সাহায্য করবে।
কী বেলুন ?
একটা ছোট্ট বেলুন, যার মধ্যে সূক্ষ্ম মাপক
যন্ত্র থাকে। আবহমণ্ডলের তথ্য সংগ্রহের
জন্য আকাশে পাঠানো হয়। দেখতে পাবে...
এই যে।
ছেড়ে দাও !...
দ্যাখো, ওটা
ওপরে উঠছে...
জোকো !
জোকো !

শিগগির চলো !... গাড়িতে চেপে ওর পেছনে ছোটার চেষ্টা করতেই হবে !
জোকো, ধরে থাকো !
?
মোরগমার্কা পানীয় নিয়ে এসো...
মোরগমার্কা পানীয় !
ঝনন
?
?!

ক্র্যাক্
এই তক্তাটা পাতলে পেরিয়ে যেতে পারব।
নির্ভয়ে চলে এসো। আমি তোমাকে ধরে আছি।
উফ!
দেখলে তো!
ঝপাং
?
?
আউ!

বুউউম
EMOVALS
OWN
AND
OUNTRY
?

?
উহ্ !... বাঁচাও !... বাঁচাও !...
?!
!?
বাঁ-চা-ও !... বাঁচাও !...
শিগগির আসুন !... আমার বাড়ি বানরে ভরে গেছে !...
ওই তো জোকো !
সব ভাল যার শেষ ভাল !... জোকো ফের বেঁচে গিয়েছে...এবার কারখানায় ফিরতে হবে...কাল আর-একটা বেলুন ওড়াব, তবে এবার জোকোকে বাদ দিয়ে...
মঁসিয়ে লেগ্রাঁ, চিফ আপনাকে অফিসে ডাকছেন।
S.A.F.C.A
যাচ্ছি, জো আর ছেট, তোমরা লুইয়ের সঙ্গে যাও। ও তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবে। আমি একটু পরেই আসছি।
আঃ, তোমাকে দেখে খুশি হলুম, লেগ্রাঁ... এই চিঠিটা পড়ো। এটা এইমাত্র পেলুম...
S.A.F.C.A
!

পরিচালক সমীপেষু,
মহাশয়, আপনার এঞ্জিনিয়ার লেগ্রাঁ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঘটনা অচিরেই প্রমাণ করবে, সে আপনার বিশ্বাসের যোগ্য নয়।
জনৈক বন্ধু
স্যার, এটা জঘন্যতম অপবাদ।
আমার তাতে সন্দেহ নেই, লেগ্রাঁ। তাই এখনই তোমাকে চিঠিটা দেখাতে চেয়েছিলুম।
আমার মনে হয় এই চিঠির সঙ্গে তোমার ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণের সম্পর্ক আছে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে চায়... কিন্তু কে ?... এবং কেন ?
S.A.F.C.A.
এটা শেষ পর্যায়ের কাজ—এঞ্জিন ঠিক করা।
কী করে প্লেন তৈরি হয় দেখলে, এবার ওড়া দেখব...
একটা নতুন ধরনের প্লেন উড়তে দেখবে...
বাহ্‌!
ওই যে, নতুন সি. ৪৮ প্লেন।
দারুণ, তাই না।
ইনি টেস্ট পাইলট মঁসিয়ে ওয়ার্নার সেরাদের একজন।
প্লেনটা উড়ছে...
C.48
কী জোরে ছুটছে!
বাঁচাও! আগুন লেগেছে!... পাইলট... ?

প্যারাশুট ব্যবহারের সময়টুকু পেয়েছিলুম...আমি নিশ্চিত এটা অন্তর্ঘাত।
ক্রিংংংং
হেল্লো ?... হ্যাঁ... কী ? অসম্ভব। সি. ৪৮ আগুন লেগে পড়ে গেছে ? ওয়ার্নারের খবর কী ? ...আঃ...ও নিরাপদ...ও কী বলছে ?! আঁ ?! অন্তর্ঘাত !... হ্যাঁ...আমি এখনই আসছি।
"ঘটনা অচিরেই প্রমাণ করবে..." ওরা বেশি সময় নষ্ট করেনি !
এখনই পুলিশে খবর দিতে হবে।
S.A.F.C.A
হেল্লো ?...হ্যাঁ... সুরেট... এস. এ. এফ. সি... আচ্ছা... এখনই ইনস্পেক্টর পাঠাচ্ছি...
আপনার কী মনে হয় ?
ইনস্পেক্টর, এটা নিশ্চিত অন্তর্ঘাত !
রাতে যে পাহারায় ছিল তাকে পাঠিয়ে দিন...
৩ নম্বর হ্যাঙ্গারে সি. ৪৮ পাহারার দায়িত্ব তোমার। কাল রাতে কেউ ঢুকেছিল ?
মঁসিয়ে লেগ্রাঁ ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেখিনি, ইনস্পেক্টর...
কথাটা সত্যি ?
হ্যাঁ। কারখানা থেকে বেরোবার আগে শেষবার প্লেনটা দেখতে গিয়েছিলুম। আজ ছিল ওর প্রথম ওড়ার দিন।
তাই ?... ৩ নম্বর হ্যাঙ্গারটা দেখতে চাই। কেউ আমার সঙ্গে ওখানে যাবেন ?
সানন্দে...আমি আপনার সঙ্গে যাব...

ওই দেখুন...গত রাত্রে ওখানেই সি-ফরটি এইট।
?
?
?
ওহো !...
সার, আমাদের অপরাধীকে খুঁজে পেয়েছি...
...আর এই সেই অপরাধী !
আমি ?
নিজের চোখেই দেখে নিন...
?
প্রিয় মেগ্রা,
এটা একটা চুক্তি। সব ঠিকঠাক চললে যে টাকা আপনাকে দেওয়ার কথা, তা পেয়ে যাবেন।
ইনস্পেক্টর, আমি ভয়ানক চক্রান্তের শিকার। কেউ আমার সর্বনাশ করছে। শপথ নিয়ে বলছি, আমি নির্দোষ।
ওঁর হয়ে কথা দিচ্ছি, ইনস্পেক্টর।
দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর। একজন হয়তো মারা গেছে। আইন নিজের পথে চলবে।
তোমাকে গ্রেফতার করা হল !

বাবার আসতে খুব দেরি হচ্ছে, ভেট ।
কে ভেবেছিল লেগ্রাঁ গ্রেফতার হবে ?
হ্যাঁ...বেচারা লেগ্রাঁ !
?
কী হয়েছে ? বাবা কোথায় ?
মানে...তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে বিমানটা ভেঙে পড়ল সেটা নাকি ওঁর নাশকতামূলক কাজের জন্যই...ওঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে !
গ্রেফতার ? বাবা !
না !...ওঁকে আমরা জেলে যেতে দেব না । কিছুতেই না !
যতক্ষণ না উনি বাইরে আসছেন, তুমি এখানেই থাকো, ভেট । আমি অন্য দরজায় থাকব... যদি ওই দরজা দিয়ে বেরোন...
হ্যাঁ ।
অ ফি স
জুতোর ফিতে খুলে গেছে...
হ্যালো ?... হ্যালো ?... চার্লি ?
হ্যাঁ...হ্যালো...ঘড়ির কাঁটা ধরে সব চলছে...হ্যাঁ, তখনই বিমানটায় আগুন লাগে... না পারাশুট ? পুলিশ ? থলিতে আছে...উনি ? হাজতে ! তা হলে বুঝতেই পারছ ?
আজ রাত আটটায়... বিদায় !
?
জলদি !... জলদি... কে টেলিফোন করল, জানতেই হবে...

কিছু মনে করবেন না মঁসিয়ে ওয়ার্নার... এখনই... টেলিফোনে আড়ি পেতে আমি বাবার বিষয় কিছু কথা শুনলাম... উনি নির্দোষ...টেলিফোনের লোকটা জানে...ওই লোকটাই সি.ফরটি এইট ধ্বংস করেছে।
কে ওই লোকটা, দেখতে হবে।
চলে গেছে।
কেউ নেই।
মিনিটখানেক আগেও লোকটা এখানে ছিল।
নিজের কানে যা শুনেছি, বলছি। তা হলে ওরা বুঝতে পারবেন বাবা নির্দোষ।
ঠিক কথা। জলদি, এখনই।
ও মুখ খুললে ঝামেলায় পড়ব।
?
দুম!
জো! হা ঈশ্বর, কী হল ওর?
জানলা থেকে নিশ্চয় গুলি করা হয়েছে...

কয়েক ঘণ্টা পরে...

...আঘাতটা যতটা গুরুতর ভেবেছিলাম, তা নয়, মাদাম লেগ্রাঁ। বুলেটটা কানের ওপরে মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর বিশ্রাম দরকার।

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার... হ্যাঁ, হ্যাঁ ...আমি এখনই যাচ্ছি।

ও চোখ খুলছে!

জেট! আমি...শোনো... তুমি...তুমি অবশ্যই...

শ্ শ্ !...কথা বোলো না। ডাক্তার নিষেধ করেছেন।

টেলিফোনে আড়ি পেতে শুনেছি...বাবা নির্দোষ। কে কথা বলছিল, দেখতে পাইনি...কিন্তু ও বলল, সবকিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেছে...বিমানে তখনই আগুন লেগে যায়...লোকটা খুশি হল...কারণ... বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে!

এই কথাগুলো কাউকে বলেছ?

পাইলট মঁসিয়ে ওয়ার্নার ছাড়া আর কাউকে বলিনি।

ও মা! তবে কি ওয়ার্নারই তোমাকে গুলি করেছে?

জানি না...কিন্তু তুমি...তুমি অবশ্যই পুলিশকে কথাটা জানাও...বাবাকে তা হলে ছাড়িয়ে আনা যাবে।

হ্যাঁ...একটু বিশ্রাম নাও।

ও মা! ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। নার্সকে ডেকে আনি।

ওয়ার্ড বি

জেট!

হ্যালো জেট, জো-র খবর নিতে এসেছি ...ও কেমন আছে?

মঁসিয়ে ওয়ার্নার! সি. ফরটি এইটের পাইলট।

ও! ও গুরুতর অসুস্থ! আঘাতটা সাঙ্ঘাতিক!

ও কি কথা বলেছে?

এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি।

তা ভাল! তবে সাঙ্ঘাতিক ঘটনা। ...যাই হোক, আশা করি শীঘ্রই ওর বিপদ কেটে যাবে।

হাসপাতাল
কী খবর ?
সুখবর চার্লি...ও এখনও কথা বলতে পারেনি...
তুমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই ওই ট্যাক্সিটা আমাদের পিছু নিয়েছে, লক্ষ করেছ ?
আরও জোরে...
ও এখনও আমাদের পেছনে আসছে। রাস্তা বেশ পিছল, জোরে চালানো যাবে না।
আমরা বরং ওর জন্য অপেক্ষা করি। দেখা যাক ও কী চায়...
গাড়িটা থেমে গেল...কিন্তু ভেতরে কেউ নেই।
ড্রাইভার, আপনিও গাড়িটা থামান।
আপনি কি অপেক্ষা করবেন ?...
না, অনেকটা এসেছি...আমার টাকা মিটিয়ে দাও, না হয় আমার সঙ্গে ফিরে চলো... আর এগোচ্ছি না...
ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল !
সত্যি, গাড়িটায় কেউ নেই।
কোথায় গা ঢাকা দিল ?
কী করছ এখানে ?
?!

আমি ? আ-মি বেড়াতে এসেছি ।
বেড়াতে এসেছ ?...বলছি তুমি কী করতে এসেছ এখানে ।
তুমি আমাদের পিছু নিয়েছ । তোমার ভাই মুখ খুলেছে, টেলিফোনের কথাটা বলেছে । তাই না ?
এ কী ! আমি...মানে...
ও অনেক কথা শুনে ফেলেছে । আমি ওয়ার্নার টেলিফোনে কথা বলছিলাম । আমিই ওকে গুলি করেছি...আমিই সি-করটি এইট ধ্বংস করেছি...আকাশে...তোমার বাবাকে আমিই ধরিয়ে দিয়েছি...
এত কাণ্ড করেছেন ? কিন্তু কেন ?
কেন ? বলছি শোনো...
চুপ করো ওয়ার্নার...বকবক কোরো না ।
ঠিক কথা, চার্লি ।
তা হলে ফেরা যাক । তুমি আমাদের সঙ্গে আসছ ।
কিন্তু...আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না...আমি বাড়ি ফিরব ।
সব কথা ফাঁস করে দিয়ে তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবে, এই তো ? অত বোকা পেয়েছ আমাদের ?...গাড়িতে ওঠো ।
এদিকে...
ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে...আর কী হয়েছে জানেন ? জেট এখনই বেরিয়ে গেল, কোথায় যাচ্ছে বলে গেল না । ওকে আর দেখিনি ।
বিশেষ ঘোষণা...জেট লেগ্রাঁ নামে এগারো বছরের একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না । ১.২৭ মিটার লম্বা । মাথার চুল কালো, মাঝখানে সিঁথি, দু'পাশ লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা ।
ওর পরনে ছিল...নীল-সাদা পোশাক ।
কী আশ্চর্য ! এই মেয়েটাই তো আমার গাড়িতে উঠেছিল । বলেছিল একটা গাড়ির পিছু নিতে !

মেয়েটি আপনাকে যে গাড়িটির পিছু নিতে বলেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারেন ?
নিশ্চয়, ইনস্পেক্টর...
হুঁশিয়ার : ১৯৩৭ ফোর্ড ভি বি কুপ নীল গাড়িটি আটক করো। নম্বর ২৩৩১-আর ভি ৪। গাড়িতে দুটি লোক ও একটি ছোট্ট মেয়ে। বর্ণনা আগেই পাঠানো হয়েছে...
সময় নেই। ওরা পিছু নেবে। কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বেলজিয়ামে ঢুকব ঠিক করতে হবে।
পরের দিন সকালে...
ওই দ্যাখ, ওই গাড়িটাই না ? ...ওটাই তো...
হ্যাঁ...ওটাই
কোনও ভুল নেই...ওই গাড়িটাই...ওরা নাম্বার প্লেটটাও বদলায়নি।
বিশ্বাস করুন অফিসার। কিন্তু একটা ভুলচুক হয়েছে। আমি গ্যারাজ মালিক...কাল রাত্রে এই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটা কিনেছি।
হ্যালো ? জেভারমেরি বলছি...ও, আপনি সার্জেন্ট। গাড়িটা পেয়েছেন ? দারুণ ব্যাপার ! হুম। মবিউজের গ্যারাজ মালিক...লোক দুটো আর জেটের কী হল ?...জানেন না।
এখন ওদের খোঁজ পাব কী করে ?
কী ঘটল ?
ক্রিং-ং-ং
হ্যালো...হ্যাঁ...জেভারমেরি বলছি... হ্যাঁ ? মবিউজের হাসপাতাল ...কী ? অ্যাম্বুলেন্স চুরি গেছে... রাতের পাহারাদারকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায়, দুটো লোক...একটি ছোট্ট মেয়ে...বেলজিয়াম সীমান্তে এগোচ্ছে আটকে দেব।
কাস্টমস্ চৌকি। আশা করি বেরিয়ে যেতে পারব...

হ্যালো !...হ্যালো !... আমাকে ৩৪ নং সীমান্ত চৌকি দিন।

হ্যালো ? সীমান্ত চৌকি ৩৪... হ্যালো ? ...হ্যাঁ...হ্যালো ? শুনতে পাচ্ছি না... হ্যালো ?

কিছু ঘোষণা করার আছে ?

DOUANE

হ্যালো ?...হ্যালো ?... শুনতে পাচ্ছি না...জোরে বলুন...জেন্ডারমেরি ?

কিছু ঘোষণা করার আছে ?

না, তবে আমরা এক টাইফয়েডের রুগিকে বেলজিয়ামে নিয়ে যাচ্ছি...মনে হয় শুল্ক লাগবে না।

হ্যালো ? ও, আম্বুলেন্স ?...না এখন...খুব ভাল...আটকে দেব।

ঠিক আছে, যেতে পারো...

এই !...থামাও, থামাও থামাও !...যেতে দিয়ো না !

উঃ !...ঠিক সময়ে !

?

ওরাই অপহরণকারী ! জেটকে নিয়ে যাচ্ছে !...ওদের ছেড়ে দিলে !

এখনও ওদের ধরতে পারব !

বেলজিয়ান কাস্টমস্‌কে ফোন করে ওদের আটকাতে বলছি !

হ্যালো !...হ্যালো বেলজিয়ান সীমান্ত চৌকিতে দিন ! এক্ষুনি !

হ্যালো...হ্যাঁ, ও বন্ধু তুমি ! আমি...হ্যাঁ, কী ? হ্যালো ? হ্যালো...ভাই লাইন কেটে গেল।

DE BELGISCHE DOUANE

কেটে দেওয়া হল... যদি ওরা ফোন করতে চায়...

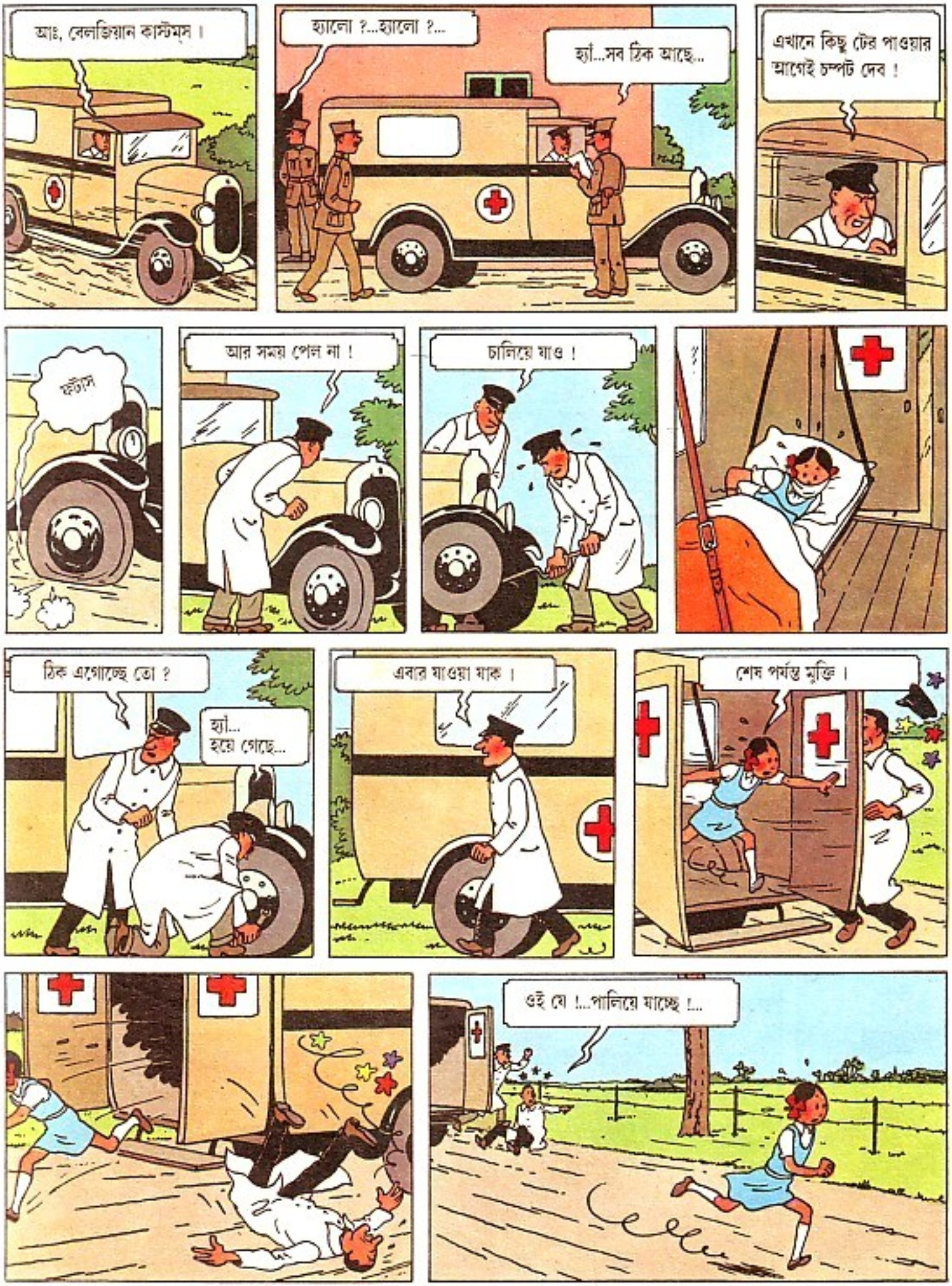
আঃ, বেলজিয়ান কাস্টমস্ !
হ্যালো ?...হ্যালো ?...
হ্যাঁ...সব ঠিক আছে...
এখানে কিছু টের পাওয়ার আগেই চম্পট দেব !
ফ্যাঁস
আর সময় পেল না !
চালিয়ে যাও !
ঠিক এগোচ্ছে তো ?
হ্যাঁ... হয়ে গেছে...
এবার যাওয়া যাক ।
শেষ পর্যন্ত মুক্তি ।
ওই যে !...পালিয়ে যাচ্ছে !...

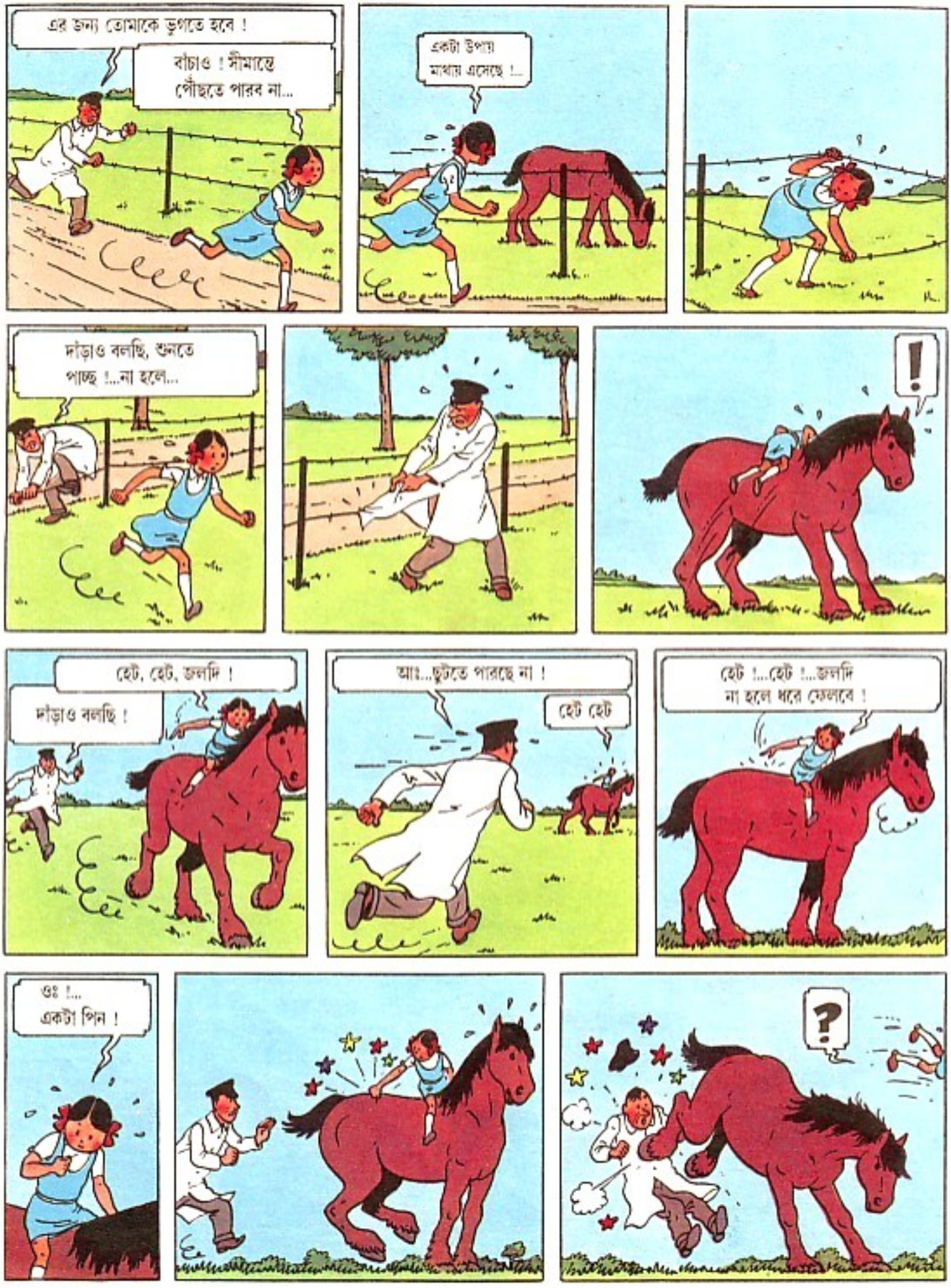
এর জন্য তোমাকে ভুগতে হবে !
বাঁচাও ! সীমান্তে পৌঁছতে পারব না...
একটা উপায় মাথায় এসেছে !...
দাঁড়াও বলছি, শুনতে পাচ্ছ !...না হলে...
!
হেট, হেট, জলদি !
দাঁড়াও বলছি !
আঃ...ছুটতে পারছে না !
হেট হেট
হেট !...হেট !...জলদি না হলে ধরে ফেলবে !
ওঃ !... একটা পিন !
?

?
ওই আর একজন আছে !
?
ওকে পালাতে দেব না...
সাকোয় পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা নেই !
এত সাহস ভাল নয় !
!
কী হচ্ছে ওখানে ?
বেঁচে গেছি...আমি বেঁচে গেছি !... বেলজিয়ান পুলিশ !
?
ওদিকে প্যারিসে...
ওরা ছোটকে খুঁজে পায়নি... আমি নিজে ওকে খুঁজে নিয়ে আসব !
হাসপাতাল
কোন দিকে যাই ? এটাই ভাবছি !
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিই...আমি ওদিকটায় যাই...

ও !...এ তো দেখছি দেওয়ালের দিকটা নির্দেশ করছে !...
উঠে পড়ি !
?
স-স-স-স-স
মিয়াঁও...
স-স-স-স-স
ওঃ !
স-স-স-স-স
সার, লেগ্রাঁর ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর দিতে পারেন ?
ভদ্রমহোদয়গণ...তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বলছি...জেট লেগ্রাঁকে পাওয়া গেছে। সে প্যারিসে ফিরছে। অপহরণকারীরা ধরা পড়েছে। অন্যতম অপহরণকারী পাইলট ওয়ার্নার নিজের বিমান ধ্বংসের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। লেগ্রাঁকে ধরানোর জন্য পুরো চক্রান্তটা ওয়ার্নারের।
কিন্তু সত্যিই কি তাই ? ওয়ার্নার এখনও আমাদের জানায়নি। যাই হোক, মঁসিয়ে লেগ্রাঁকে তখনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তোমাকে ও জোকোকে ধন্যবাদ। ওরা শেষপর্যন্ত বুঝেছে, আমি নির্দোষ !
আটটা দশ...জেট এখনই এসে যাবে...আবার আমরা একসঙ্গে মিলতে পারব !
আর জোকো ?...কোথায় সেই দুষ্টুটা ?
ওকে দেখিনি।
জোকো ?
জেটকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমার নাম জোকোই না !...যদি রাস্তাটা জানতাম...প্রথম তারাটা দেখে হাঁটতে থাকি..

প্যারিসে পৌঁছে গেছি, জেট। একটু পরেই তুমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।
শেষ চেষ্টা...
চোখ বন্ধ করে হাঁটতে-হাঁটতে...
ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায়...
জোকো!
?
বেচারি জোকো!
আমি কোথায়?...আঃ, জেট তুমি! জানতাম তোমাকে খুঁজে পাব।
ভাগ্য ভাল ওর আঘাত লাগেনি।
ওই তো এসে গেছে!
ওই তো!
জেট!
হ্যালো!
জোকোও এসেছে!
আমিই ওকে খুঁজে বের করেছি!
কয়েক সপ্তাহ পরে...
ফের জিজ্ঞেস করছি, লেগ্রাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলে কেন? এ কি প্রতিহিংসা?
একটা কথাও বলব না!

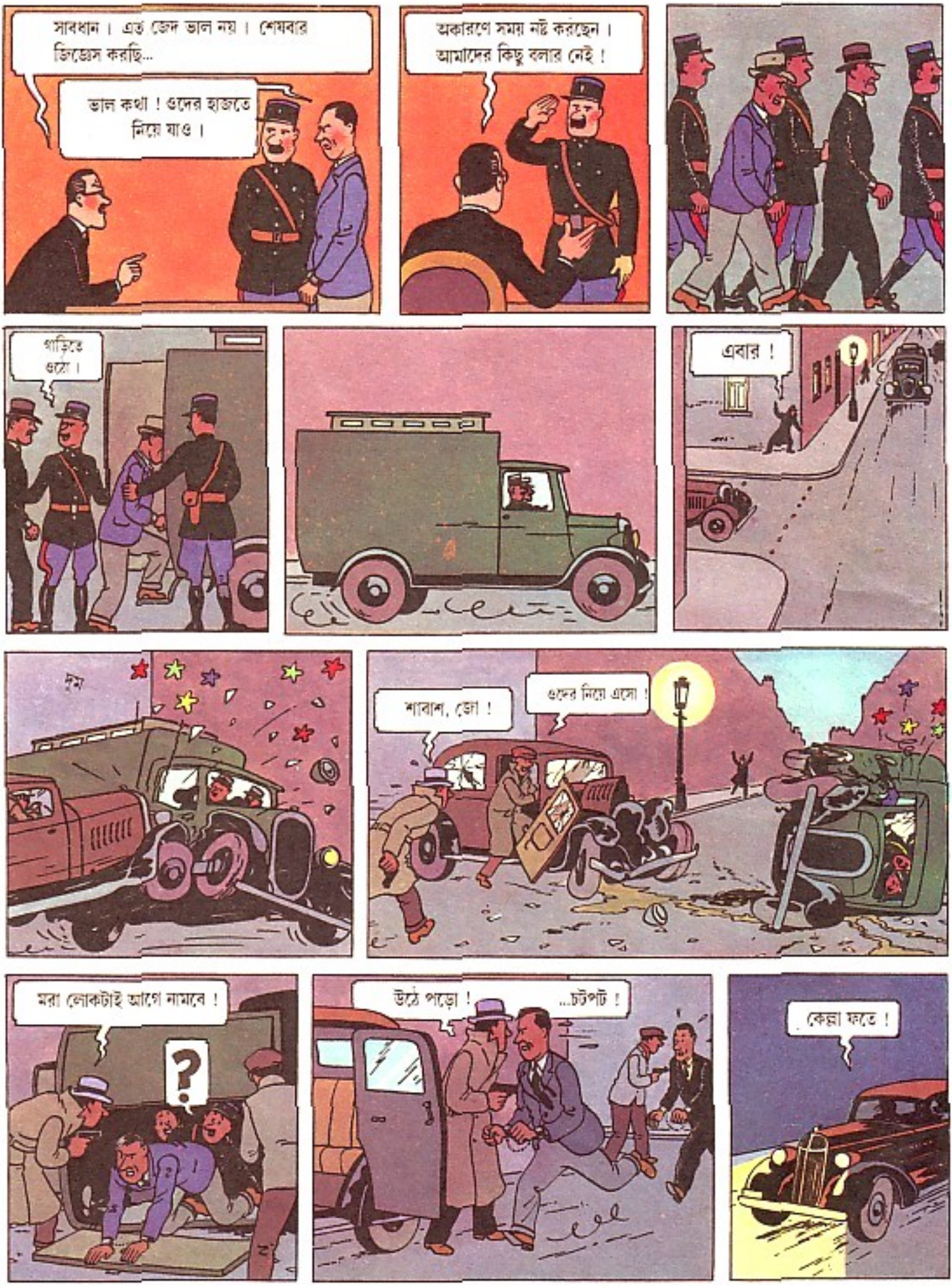
সাবধান। এত জেদ ভাল নয়। শেষবার জিজ্ঞেস করছি...
ভাল কথা! ওদের হাজতে নিয়ে যাও।
অকারণে সময় নষ্ট করছেন। আমাদের কিছু বলার নেই!
গাড়িতে ওঠো।
এবার!
দুম
শাবাশ, জো!
ওদের নিয়ে এসো!
মরা লোকটাই আগে নামবে!
?
উঠে পড়ো!
...চটপট!
কেল্লা ফতে!

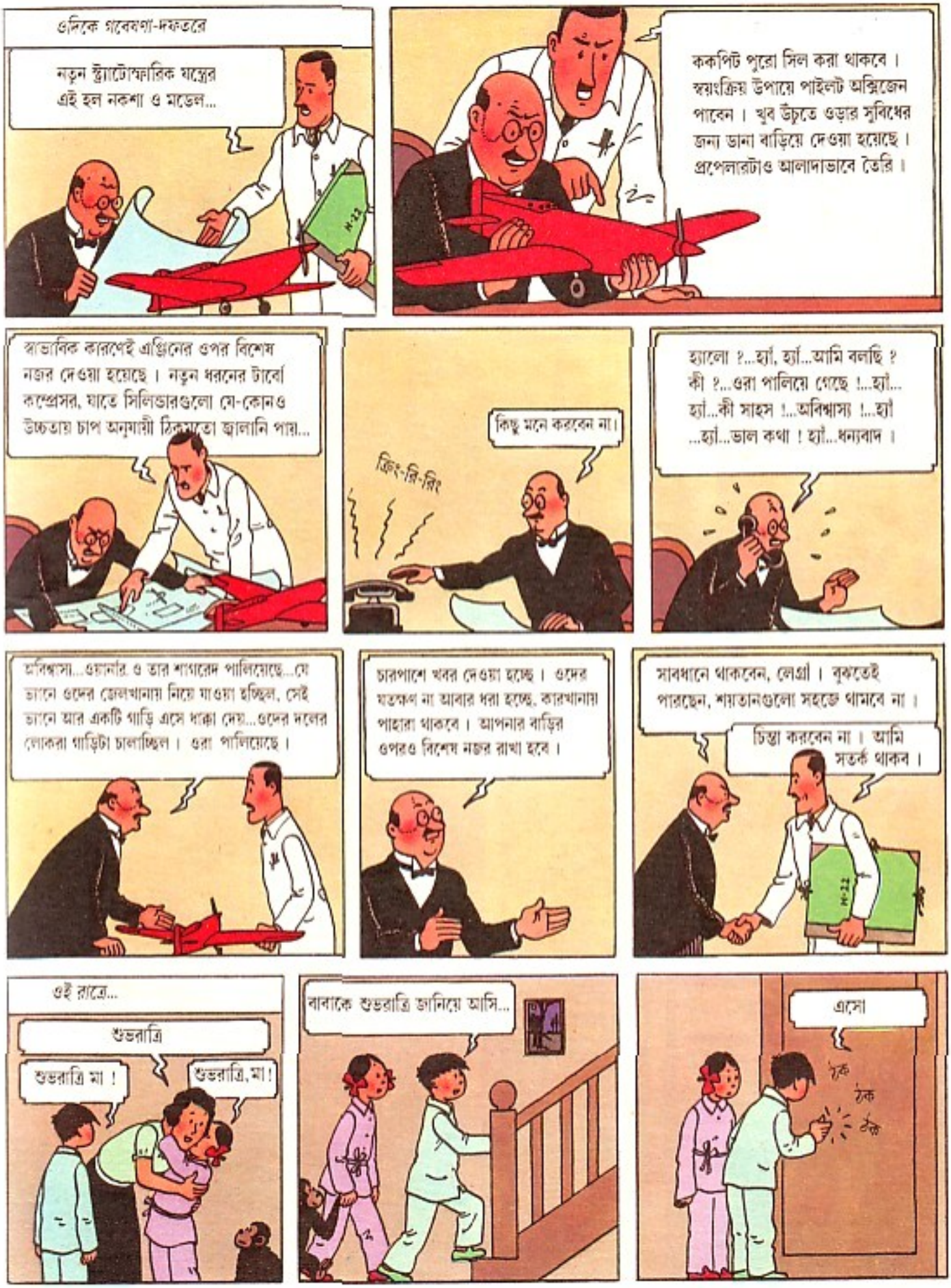

ওদিকে গবেষণা-দফতরে
নতুন স্ট্র্যাটোস্ফারিক যন্ত্রের এই হল নকশা ও মডেল...
ককপিট পুরো সিল করা থাকবে। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে পাইলট অক্সিজেন পাবেন। খুব উঁচুতে ওড়ার সুবিধের জন্য ডানা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রপেলারটাও আলাদাভাবে তৈরি।
স্বাভাবিক কারণেই এঞ্জিনের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন ধরনের টার্বো কম্প্রেসর, যাতে সিলিন্ডারগুলো যে-কোনও উচ্চতায় চাপ অনুযায়ী ঠিকমতো জ্বালানি পায়...
ক্রিং-ক্রি-রিং
কিছু মনে করবেন না।
হ্যালো ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ...আমি বলছি ? কী ?...ওরা পালিয়ে গেছে !...হ্যাঁ... হ্যাঁ...কী সাহস !...অবিশ্বাস্য !...হ্যাঁ ...হ্যাঁ...ভাল কথা ! হ্যাঁ...ধন্যবাদ।
অবিশ্বাস্য...ওয়ানার ও তার শাগরেদ পালিয়েছে...যে ভ্যানে ওদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই ভ্যানে আর একটি গাড়ি এসে ধাক্কা দেয়...ওদের দলের লোকরা গাড়িটা চালাচ্ছিল। ওরা পালিয়েছে।
চারপাশে খবর দেওয়া হচ্ছে। ওদের যতক্ষণ না আবার ধরা হচ্ছে, কারখানায় পাহারা থাকবে। আপনার বাড়ির ওপরও বিশেষ নজর রাখা হবে।
সাবধানে থাকবেন, লেগ্রাঁ। বুঝতেই পারছেন, শয়তানগুলো সহজে থামবে না।
চিন্তা করবেন না। আমি সতর্ক থাকব।
ওই রাত্রে...
শুভরাত্রি
শুভরাত্রি মা !
শুভরাত্রি, মা !
বাবাকে শুভরাত্রি জানিয়ে আসি...
এসো
ঠক
ঠক
ঠক

শুভরাত্রি বাবা ! ...ও ! ওই কি স্ট্র্যাটোবিমানের নকশা ?
হ্যাঁ...এখনও কিছু কাজ বাকি আছে । খুঁটিনাটি কাজগুলো সারতে নকশা বাড়ি নিয়ে এলাম ।
বাবা, শয়তানগুলো জানতে পারলে নকশাটা চুরি করে নেবে !
ভয় নেই । পাহারা আছে । রাস্তায় দু'জন পুলিশকে দেখতে পাওনি ?
ঢং
রাত একটা...
রাতটা ভালই কাটছে ? কী বলো ?
?
আরে আপনারা ?...এই সন্ধেবেলা ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ !...
আমি...হিক ! আমার ধারণা, আমাদের পুলিশরা দারুণ !...
তা ভালই !...এবার বাড়ি যান ।
দারুণ বলেছেন...হিক ! তার আগে একটা একটা সিগ— সিগারেট খাওয়াব না ?
শুভরাত্রি, দেখা হবে আবার !
বিচিত্র চরিত্র !
কী হল...আমার ঘুম পাচ্ছে...
আমারও...কিন্তু... এটা তো ঘুমনোর সময় নয়...
কেমন জব্দ দু'জনেই বেহুঁশ !
হু-ই-ট

?
!
ওঃ...হ্যাঁ...কী হয়েছে ?
ও...জোকো তুমি ? কী হয়েছে ? মনে হচ্ছে, ও কোনো শব্দ শুনেছে...
আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না...
হ্যাঁ !...শুনতে পেয়েছি ! ...মনে হচ্ছে বাবার পড়ার ঘরে শব্দ হল...
বাবা হয়তো এখনও কাজ করছেন !
নিশ্চয় নয়...বাবা এত রাত জেগে কাজ করেন না...আবার শব্দ হল...
চোর নয় : বাবা বলেছেন, পুলিশ পাহারা দিচ্ছে...
শ্‌-শ !...টর্চ নেভাও !... দরজার বাইরে কেউ এসেছে... আমি শব্দ পেয়েছি..

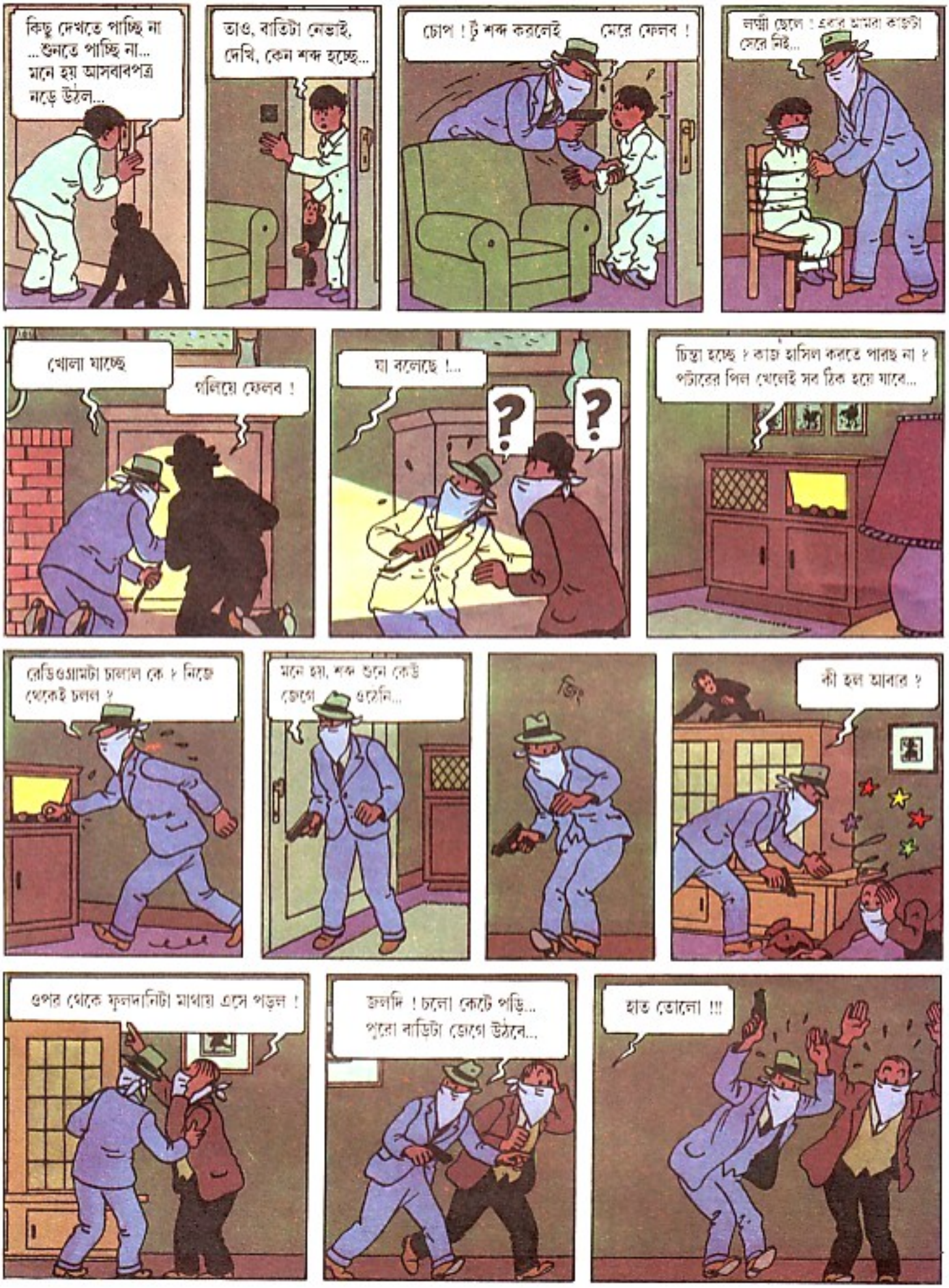
কিছু দেখতে পাচ্ছি না ...শুনতে পাচ্ছি না... মানে হয় আসবাবপত্র নড়ে উঠল...
তাও, বাতিটা নেভাই, দেখি, কেন শব্দ হচ্ছে...
চোপ ! টু শব্দ করলেই মেরে ফেলব !
লক্ষ্মী ছেলে ! এবার আমরা কাজটা সেরে নিই...
খোলা যাচ্ছে
পালিয়ে ফেলব !
যা বলেছে !...
?
?
চিন্তা হচ্ছে ? কাজ হাসিল করতে পারছ না ? পটারের পিল খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...
রেডিওগ্রামটা চালাল কে ? নিজে থেকেই চলল ?
মনে হয়, শব্দ শুনে কেউ জেগে ওঠেনি...
ডিং
কী হল আবার ?
ওপর থেকে ফুলদানিটা মাথায় এসে পড়ল !
ফুলদি ! চলো কেটে পড়ি... পুরো বাড়িটা জেগে উঠবে...
হাত তোলো !!!

...লারার সিনেমায় এখন যে-ছবিটা দেখানো হচ্ছে, এটা তারই নাম !... চমক...এ-সুযোগ হারাবেন না !
আবার সেই ভুতুড়ে বেতার !!...
হাত তোলো !
দুম
দুই-ই
দুই-ই
দুম
আঃ !
গুণ্ডার দল !...পালিয়ে গেল...
জো !...জো !...লাগেনি তো ?
না। গুলির হাত থেকে বাঁচতে চেয়ারসমেত পেছনে পড়ে গেছি...
সব ভুল !...সাঙ্ঘাতিক ভুল... ওরা এখন সতর্ক হয়ে যাবে...
হ্যাঁ, কিছুদিন চুপচাপ থাকতে হবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে...
মেশিনটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। আগামীকাল স্ট্রাটোশিপের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।
পরের দিন...
এ হল পরীক্ষাকক্ষ। কাঠামোটা বায়ুপ্রতিরোধ কি না দেখার জন্য এই বড়-বড় ফ্যানগুলো একটু পরেই ঝড় তুলবে ...চলো, সরে দাঁড়াই।
জো, তুমি কি জোকোকে দেখেছ?
ও তোমার সঙ্গে ছিল না?
?
চমৎকার! পরীক্ষা সফল। ...কাঠামোর দিক থেকে বিমানটা নিখুঁত।
বাঃ! ...পাখাগুলো বন্ধ করো...
?
?
বেচারা জোকো! ...কে তোকে ওখানে যেতে বলেছিল?
আহা! একেবারে জমে গেছে।
শোনো: এস. এ. এফ. সি. এ-র তৈরি স্ট্রাটোশিপ এইচ টুয়েন্টি-র পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম উড়ান...
সব ঠিকঠাক চললে ওরা কিন্তু চেষ্টা করবে...বুঝতেই পারছ, এর মানেটা!
জানি। চিন্তা কোরো না। ...ওরা পারবে না!

পরের বৃহস্পতিবার...
বাবা, সাবধানে উড়তে হবে কিন্তু...
ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গতি তুলতে পারবেন ?
ঠিকঠাক চললে কখন ওই চেষ্টা করবেন ?
এখন আসি তা হলে...
ককপিটের ঢাকনা শক্ত করে বন্ধ করতে ভুলো না ছোট ভুলচুকও মারাত্মক হতে পারে...
দেখা হবে... চিন্তা কোরো না...
শুভযাত্রা !
হা ! হা ! বেশিক্ষণ উড়তে হচ্ছে না !...
কী গতি !...
নিমেষে চোখের আড়ালে !...
ইতিমধ্যে...
কে একজন চিঠিটা আপনাকে দিয়ে গেল, সার...
এটা কী ?
"খুব জরুরি"..."খুব গুরুত্বপূর্ণ"... কী লিখছে ?
!?
স্ট্রাটোশিপের উড়ান বন্ধ রাখুন : বিমানটিতে বোমা রাখা হয়েছে !
হ্যালো ? হ্যালো ?...আমি এস এ এফ সি এ-এর ডিরেক্টর বলছি...এখনই স্ট্রাটোশিপের পাইলটকে বলুন উড়ান বন্ধ রাখতে...কী ? উনি বিমানটি নিয়ে আগেই উড়ে গেছেন !!!

হা ঈশ্বর !... এখন উপায় !...

যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিয়ে দেখুন ! মাত্র ১৩ হাজার ফুট ওপরে এসেছি, এখনই গতি ঘণ্টায় ৯০০ কিলোমিটার।

১৪ হাজার মিটার...ঘণ্টায় ৯৬৭ কিমি

এই তো : আমরা এখন ঘণ্টায় হাজার কিমি বেগে উড়ছি...

১৪,৬৫০ মিটার। সব ঠিকঠাক চলছে। কোনও 'সিল' খুলে যায়নি। শ্বাসকষ্ট নেই। গতি ঘণ্টায় ১১০৭ কিমি। তিন নং স্টারবোর্ডের জানলা একটু কাঁপছে, পরীক্ষা করা দরকার...

যা-যা তথ্য জানার ছিল, পেয়ে গেছি। এখন নামতে পারি।

তা হলে নামা যাক, বিমানটা ঘুরিয়ে নিই...

কেবিনের ওই জানলাটা উড়ে গেল !

অক্সিজেন আর নেই !... এবার গেছি !

শ্বাস নিতে পারছি না !

অনেক আগেই ওঁর ফেরার কথা...

দ্যাখো, বিমানটা ভেঙে পড়ছে !

বিমান নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে... নামছে...
বেঁচে গেছি !
উঃ ! ভেবেছিলাম মরে যাব !
আঃ...লোকেরা আসছে...
কাছে কোথাও টেলিফোন আছে ?
হ্যাঁ, ওই খামারে... দূরে নয়...
...বিমান-ধ্বংসের খবরটাই আসবে...
ওই এসে গেল !
হ্যালো ? হ্যালো ?...হ্যাঁ... বিউফোর্ট থেকে আমাকে চাইছে ?...হ্যালো ? হ্যাঁ...কী ? কেপ্রা বলছ ? বেঁচে আছ !... হ্যাঁ, জানি...হ্যাঁ...এক অজ্ঞাত লোকের চিঠি...তুমি তখন বিমানটা নিয়ে সবে উড়েছে...
কী হয়েছিল ?... একটা জানলা ? ...গুণ্ডাদের দল !...হ্যাঁ... হ্যাঁ...কী করে বাঁচলে...
দমবন্ধ হয়ে আসছিল । পাইলটের উপস্থিত বুদ্ধি দারুণ । বিমানটাকে সে ডাইভ দেওয়াল । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা নীচে নেমে পড়লাম...শ্বাস নিলাম । তখন পাইলট স্ট্র্যাটোশিপের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল । নামতে তেমন অসুবিধে হয়নি...
এখন আমরা ফিরে আসছি... হ্যাঁ, অল্প গতিতে, নিচু দিয়ে...পরে দেখা করব, সার ।
ধৈর্য ধরো ! এখনই খবর পাবে...শোনো...এবার...
রেডিও প্যারিস...
আমরা এইমাত্র খবর পেলাম স্ট্র্যাটোস্ফারিক বিমান এইচ. ২২ আজ প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানের সময়...
...ভেঙে পড়েছে কাছাকাছি...
গন্তব্যে না পৌঁছে, একটা জানলা ভেঙে যাওয়ায় যাত্রা বাতিল করেছে । পাইলট ঠাণ্ডা মাথায় দুর্ঘটনা এড়াতে পেরেছেন...
শয়তান...যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরতে হল !

কয়েক মাস পরে...
হ্যালো... স্ট্র্যাটোশিপের আরও খবর আছে ?
প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানে যারা বিমানটিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তাদের এখনও ধরা যায়নি ?
না, তাতে উড়ান বন্ধ হবে না । এখানে লিখেছে, কাল স্ট্র্যাটোশিপ ছাড়বে । উইলে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, তা শেষ হতে এখনও এক মাস আছে ।
কাল বিকেলে স্ট্র্যাটোশিপটা, ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবে, জোকো ।
হ্যালো । লেগ্রাঁ বলছেন ?...হ্যাঁ... সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার...বার্জার উধাও । হ্যাঁ, স্ট্র্যাটোশিপের পাইলট...গতকাল সকালে সে বাড়ি গেছে, তারপর কেউ আর তাকে দেখেনি !...
উড়ান যাতে সফল না হয় তার জন্য কেউ নিশ্চয় ওকে অপহরণ করেছে । কিন্তু চিন্তা করবেন না । বার্জারকে না পাওয়া গেলে স্ট্র্যাটোশিপ আমিই চালাব ।
সেই বিকেলে
...এবং অত্যাশ্চর্য বিমানটিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এস এ এফ সি এ আজ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এটা শুধু...
যারা এই বিমান তৈরি করেছেন, তাঁদেরই কৃতিত্ব নয়, কৃতিত্বটা সম্পূর্ণভাবে শিল্পের, সারা ফ্রান্স তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত...বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এস এ এফ সি এ-র চিফ এঞ্জিনিয়ার মঁসিয়ে লেগ্রাঁর কথা । যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তাঁর সাহস দিয়ে পালন করেছেন ।
জোকোকে দেখেছ ?
কেন ? আবার নিখোঁজ হল নাকি ?
এখন, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিমানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করব আমরা । মঁসিয়ে লেগ্রাঁর ছেলে-মেয়ে জো ও জেটের নামে এর নাম রাখব । মঁসিয়ে জো ও মাদমোয়াজেল জেট, আপনারা এসে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেনের বোতলটা...
এই নিন কাঁচি...
?
?
ঠং

ওটা খালি ছিল, দেখেছিস ? শ্যাম্পেনের বোতল বলা যায় না !
এটা কারচুপি, কে করল ভাবছি !
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
ষ্ট্র্যাটোশিপের কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে বোঝাতে পারেন ? কী করে ওটা ওড়ানো হয় ? আমাকে দেখাবেন ?
আপনি মন্ত্রী, এ তো বেশ আনন্দের কথা...
খুব সোজা...এই হল স্টার্টার, প্রপেলারকে এটা নিজে থেকেই চালু রাখে...আর এটা দিয়ে বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, আর এই যন্ত্রটা হল...
আয় জো, মা ডাকছেন...
জোকো কোথায় ?
ওকে দেখিনি । ও রাস্তা চেনে । নিশ্চয় বাড়িতে আছে ।
তন্নতন্ন করে খুঁজলাম । ও এখানে নেই ।
কিন্তু...
আবার বিমানঘাঁটিতে গিয়ে দেখো, জোকো আছে কি না । পোশাকটা বদলে যাও ।
এক ঘণ্টা পরে...
কোথাও ওকে দেখছি না । পাশের হ্যাঙারে গিয়ে দেখি ।
জো ! এখানে !...দেখে যা...
ফ-র-র-র
ফ্রি-র-র-র
ফ-র-র-র
শ্যাম্পেনের বোতল তা হলে জোকোই চুরি করেছিল !... পুরো বোতলটা শেষ করেছে !
শ-শ ! চটপট লুকিয়ে পড় । কার গলা পাচ্ছি ।

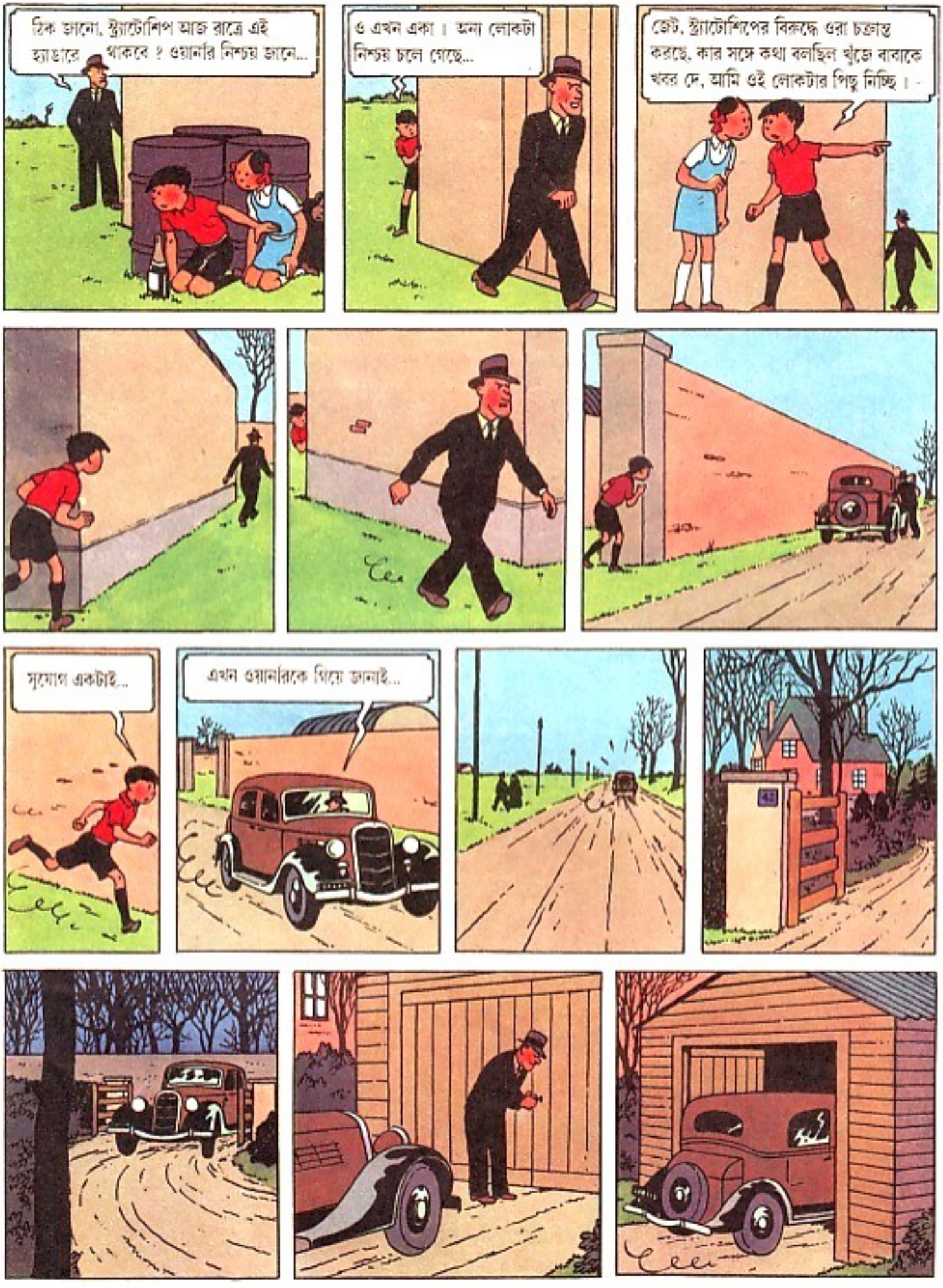
ঠিক জানো, স্ট্র্যাটোশিপ আজ রাত্রে এই হ্যাঙারে থাকবে ? ওয়ার্নার নিশ্চয় জানে...
ও এখন একা। অন্য লোকটা নিশ্চয় চলে গেছে...
জেট, স্ট্র্যাটোশিপের বিরুদ্ধে ওরা চক্রান্ত করছে, কার সঙ্গে কথা বলছিল খুঁজে বাবাকে খবর দে, আমি ওই লোকটার পিছু নিচ্ছি।
সুযোগ একটাই...
এখন ওয়ার্নারকে গিয়ে জানাই...

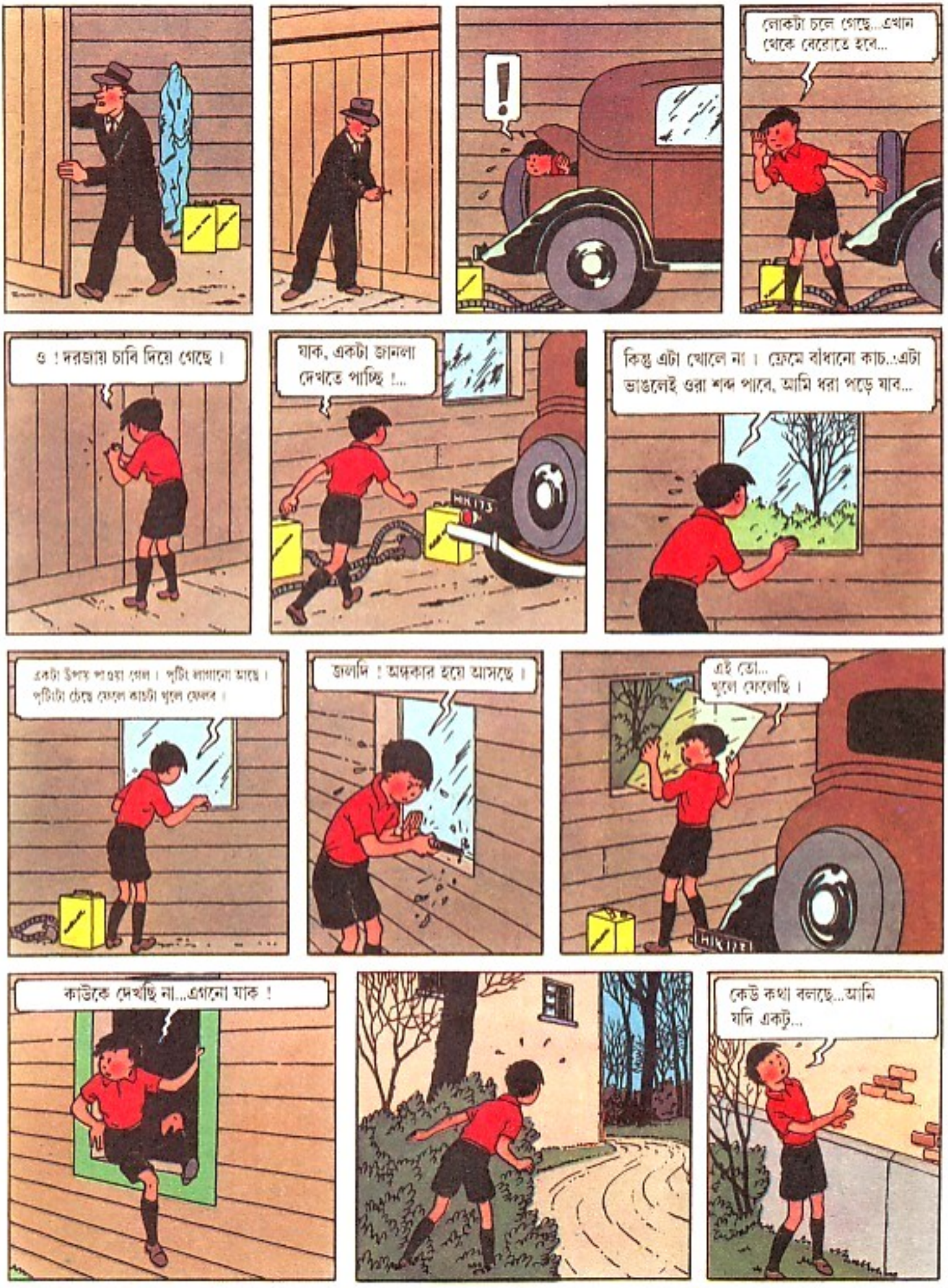

!
লোকটা চলে গেছে...এখান থেকে বেরোতে হবে...
ও ! দরজায় চাবি দিয়ে গেছে ।
যাক, একটা জানলা দেখতে পাচ্ছি !...
কিন্তু এটা খোলে না । ফ্রেমে বাঁধানো কাচ...এটা ভাঙলেই ওরা শব্দ পাবে, আমি ধরা পড়ে যাব...
একটা উপায় পাওয়া গেল । পুটিং লাগানো আছে । পুটিটা চেঁছে ফেলে কাচটা খুলে ফেলব ।
জলদি ! অন্ধকার হয়ে আসছে ।
এই তো... খুলে ফেলেছি ।
কাউকে দেখছি না...এগানো যাক !
কেউ কথা বলছে...আমি যদি একটু...

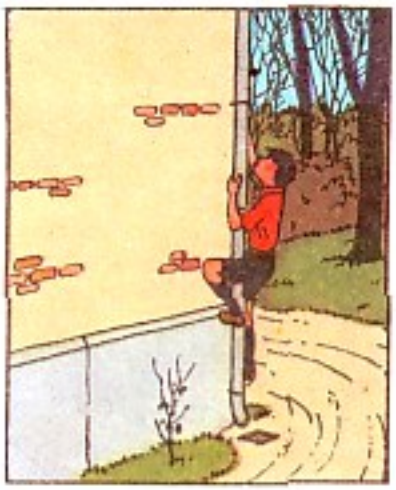

হ্যাঁ...পাঁচ নং হ্যাঙার...একেবারে ঠিক...হ্যাঁ...
কোনও ভুল নেই। ...এখন চলি ! শুভেচ্ছা !...
?

ওয়ানার এখনই যাচ্ছে...দু'ঘন্টার মধ্যে ওদের ষ্ট্রাটোশিপ ধ্বংস হয়ে যাবে !
হ্যাঁ, ওয়ানার যদি পারে...

পারবে না কেন ? আশঙ্কার কারণ নেই ! প্রথম বোমাটায় যদি না হয়, তা হলে দ্বিতীয় বোমাটা নিশ্চয় নিখুঁত লক্ষ্যে ঘা দেবে। না হলে তৃতীয় বোমাটা। ওরা কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই ওয়ানার কেটে পড়বে বহু দূরে...ওর বিমানের ঘা গতি...

বুঝতে পেরেছি ! ওরা ষ্ট্রাটোশিপের হ্যাঙারে বোমা মারবে।

তাড়াতাড়ি। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।

তাড়াতাড়ি হোক ওদের রাখতে হবে। ...কিন্তু বাবাকে জানাই কী করে...ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না...

যাক, একটা গাড়ি আসছে !

খামল না দেখছি।

একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি...ফোন থাকলে আর চিন্তা নেই।

আমার কপাল : ফাঁকা !
বাড়ি বিক্রি

পৌঁছতে পারব না... ও কী ! আগুন...
জিপসি ! ওদের বলি, ওরা যদি আমাকে প্যারিসে নিয়ে যেতে পারে...
দয়া করে শুনুন । খুব গুরুত্বপূর্ণ !...ওরা একটা বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে...
বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে ? রসিকতা করছ ? ...যাও এখান থেকে !
আর সময় নষ্ট কেরো না । খুব দেরি হয়ে গেছে...
কী করব এখন ?
বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে ! দুষ্টু ছেলে ?
?
ক্যারাভান !...ক্যারাভানটা চলে যাচ্ছে !...
চোরটাকে থামাও !
এই থাম !...
আহা, ওদের জন্য খারাপ লাগছে । কিন্তু উপায় কী...

হ্যাট !...হ্যাট !...জোরে, আরও জোরে !
ওদিকে বিমানঘাঁটিতে...
ধন্যবাদ তোমাদের। স্ট্র্যাটোশিপ এখন নিরাপদ...তুমি এসে বলামাত্রই পুলিশে জানিয়ে দিয়েছি...হ্যাঙার এখন সুরক্ষিত।
ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে তো ?
সব প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়েছে...হ্যাঙার ঘিরে লোক মোতায়েন করেছি...কেউ কাছে ভিড়তে পারবে না...অবশ্য ডানা থাকলে আলাদা কথা !...
ঘণ্টাখানেক পরেই পৌঁছে যাব...
পাড়ায় ঢুকছি !
বেঁচে গেলাম !
জেভারনেরি
জো এখনও ফেরেনি। যে লোকটার ও পিছু নিয়েছিল সে ওকে ধরে ফেলেনি তো !
হুয়া !...হুয়া আ !... থাম ! হুয়া আ আ !... থাম !
কী কাণ্ড ! ও দেখছি কথা শুনছে না !
?

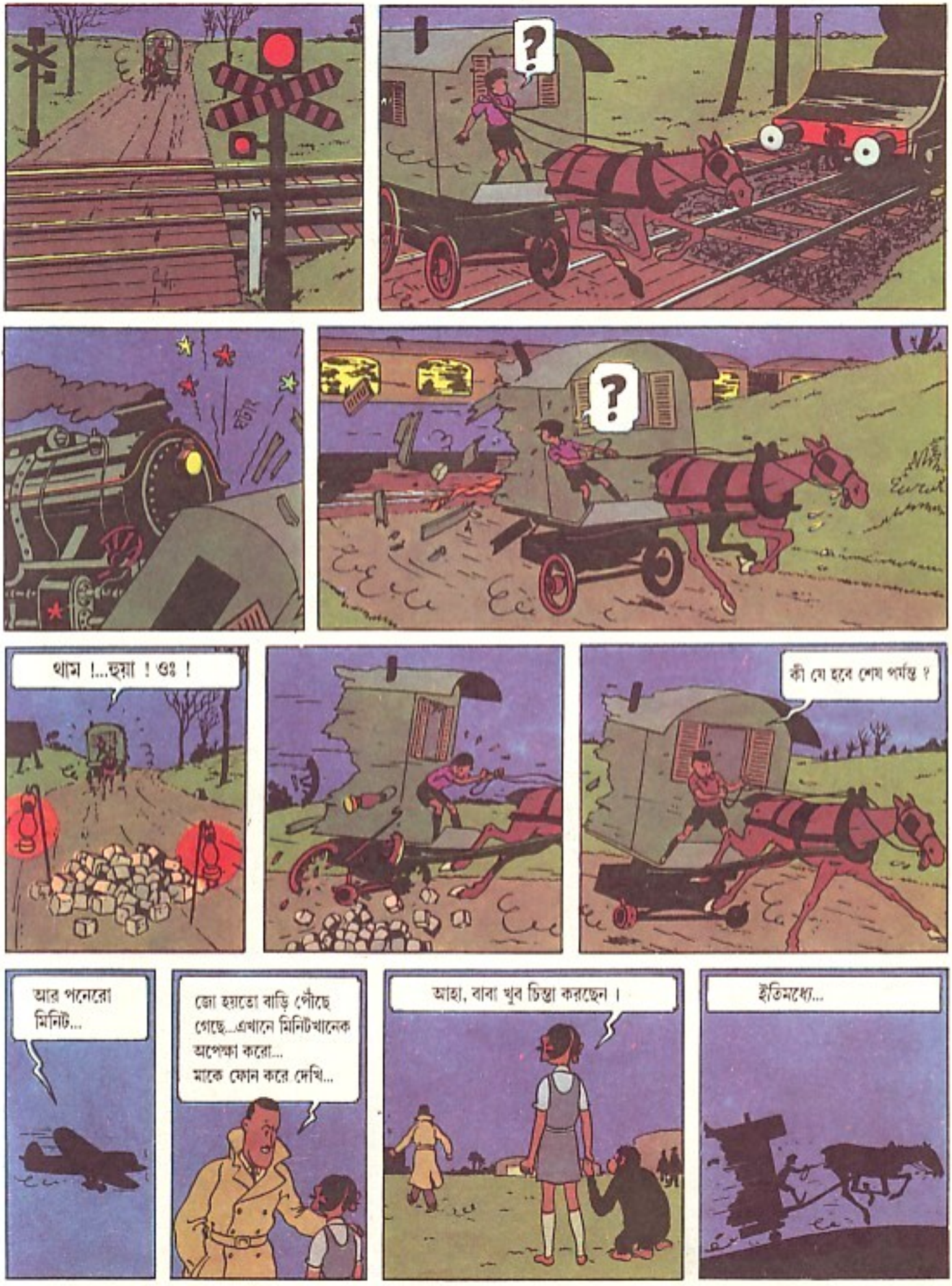
?
?
থাম !...হুয়া ! ওঃ !
কী যে হবে শেষ পর্যন্ত ?
আর পনেরো মিনিট...
জো হয়তো বাড়ি পৌঁছে গেছে...এখানে মিনিটখানেক অপেক্ষা করো... মাকে ফোন করে দেখি...
আহা, বাবা খুব চিন্তা করছেন।
ইতিমধ্যে...

দুম
হুয়া !...থাম !...
থামছিস না কেন ?
আর-একটা লেভেলক্রসিং...এটা বন্ধ...এবার
ওকে থামতেই হবে !
লাগেনি তো ?
টেলিফোন
আছে ?
হ্যাঁ, কিন্তু...
কী হচ্ছেটা কী !
হ্যালো ?...
হ্যালো ?...

জো এখনও বাড়ি ফেরেনি ?...শোনো, চিন্তা কোরো না...আবার পুলিশকে ফোন করছি...ওরা হয়তো খবর পেয়ে থাকবে ।

উত্তর নেই ?

না, লাইন পাচ্ছি না,

আমাকে সাহায্য করুন...এস. এ. এফ. সি. এ বিমানঘাঁটিতে এখনই যেতে হবে...ওরা হ্যাঙারে বোমা ফেলবে...ওখানে স্ট্র্যাটোশিপ !

আমার সাইকেলটা নিতে পারো । তবে ওটা তোমার পক্ষে খুব উঁচু হবে !...

জলদি । এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না !

বেশি দূরে নয় । প্রায় চলে এসেছি ।

বিমানঘাঁটির আলো দেখা যাচ্ছে । ...ঠিক দু'ঘণ্টা লাগল...

শব্দ পাচ্ছি...ও, একটা এঞ্জিনের শব্দ...

এখন সেই বিখ্যাত হ্যাঙারটা খুঁজে বের করতে হবে !...

একটা এরোপ্লেন...এত নিচু দিয়ে উড়ছে কেন...

এসে গেছি !

দাঁড়াও !...কোথায় যাচ্ছ ?

যেতে দাও ! ওরা স্ট্র্যাটোশিপ বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে !

হা ! হা ! হা ! ভাল কথা !

ভেবেছে কী ছেলেটা !

BOM
দুম
?!
জেট
জো ?
চটপট ! বাবা কোথায় ?
বাবা ?...কোন করতে গেছেন... বিমানঘাটি পেরিয়ে ওই অফিসে।
এখন আমরা কী করব !...প্লেনটা ফিরে আসছে !
জেট, চল দৌড়ে যাই। হ্যাঙার থেকে স্ট্র্যাটোশিপটা বের করতে হবে !
অসম্ভব !...নড়ছে না !
H-22
এবার আরও নিখুঁত লক্ষ্যে বোমা ফেলব।
?

প্রায় গা ঘেঁষে বোমাটা পড়ল ।
দেখি, আর-একবার চেষ্টা করে !
জো, এরোপ্লেনটা নড়াবার শক্তি আমাদের নেই ।...তা হলে কী করব আমরা ?
বুঝতে পারছি না...
তবে অন্য কিছু করার না থাকলে আমি বরং প্লেনের এঞ্জিনটা চালু করি । স্ট্র্যাটোশিপকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায়...
H 22
জেট, তুই একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়া । যে-কোনও মুহূর্তে বোমা পড়তে পারে...
না, জো ! আমি তোর সঙ্গে থাকব !
বাবা যা-যা বলেছিলেন ভেবে দেখি । প্রথমে দেখি, স্টার্টার কোথায় ?
তাড়াতাড়ি, জো ! প্লেনটা আবার আসছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি...
ঠিক আছে...এক মিনিট... এই যে, পেয়েছি...
কী হচ্ছে ওখানে ?
একটা বোমারু বিমান স্ট্র্যাটোশিপের হ্যাঙারে বোমা ফেলেছে !
প্রচুর জ্বালানি আছে । বোমা যদি হ্যাঙারে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ট্র্যাটোশিপ ধ্বংস হয়ে যাবে !
যা ঈশ্বর !...খুব দেরি হয়ে গেল !

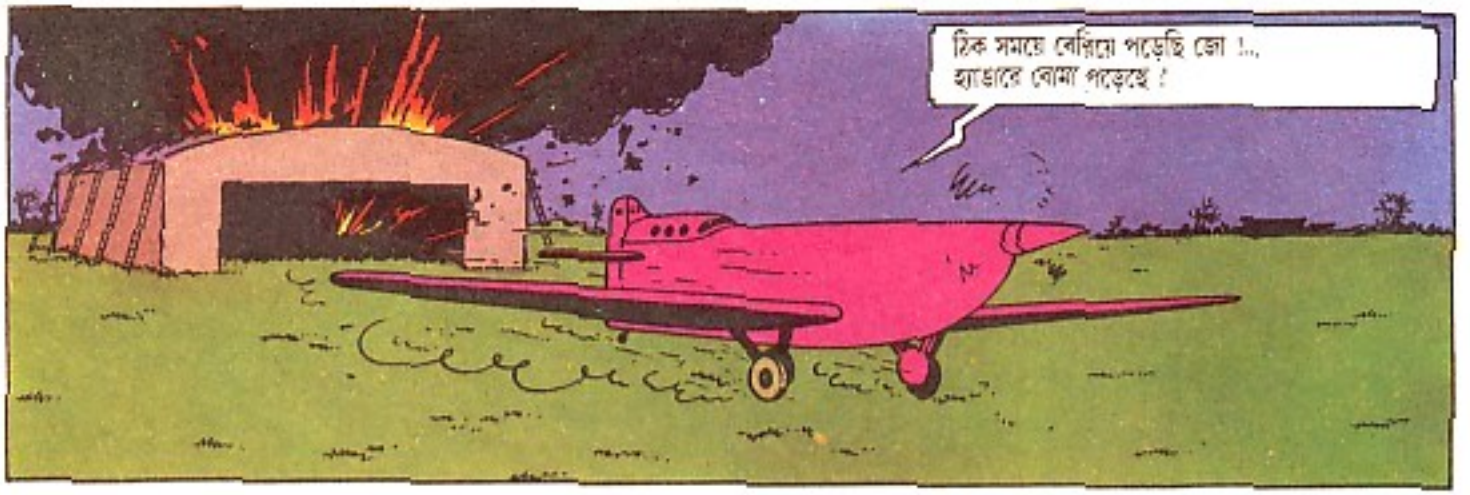
ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়েছি জো !..
হ্যাঙারে বোমা পড়েছে !

জো !...জো !...আস্তে ! দেওয়ালটায় ধাক্কা লাগবে !

বেশ দেরি হয়ে গেছে !...এই
জোরে যাচ্ছি যে, একে
থামানো বা ঘোরানো
যাবে না। আর-একটা
চেষ্টা অবশ্য করা যায়...

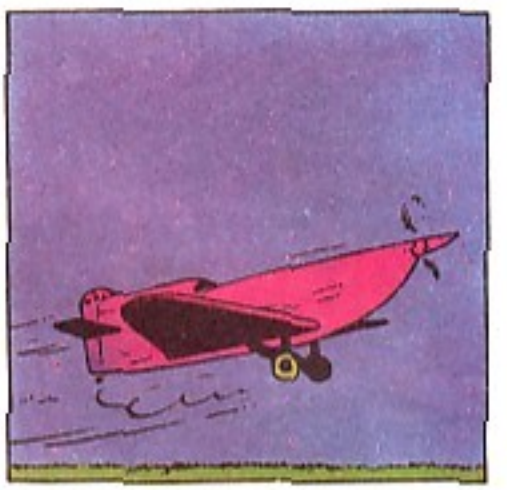

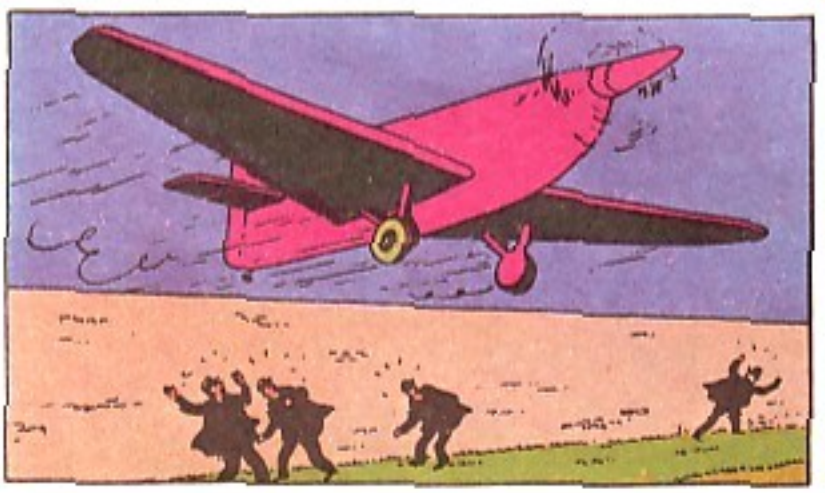

স্ট্রাটোশিপ ! ! !

দেখলেন ? স্ট্রাটোশিপটা
এখনই উড়ে গেল !
উড়ে গেল ?
কী করে উড়ল ?

এবার আমরা কী করব ?

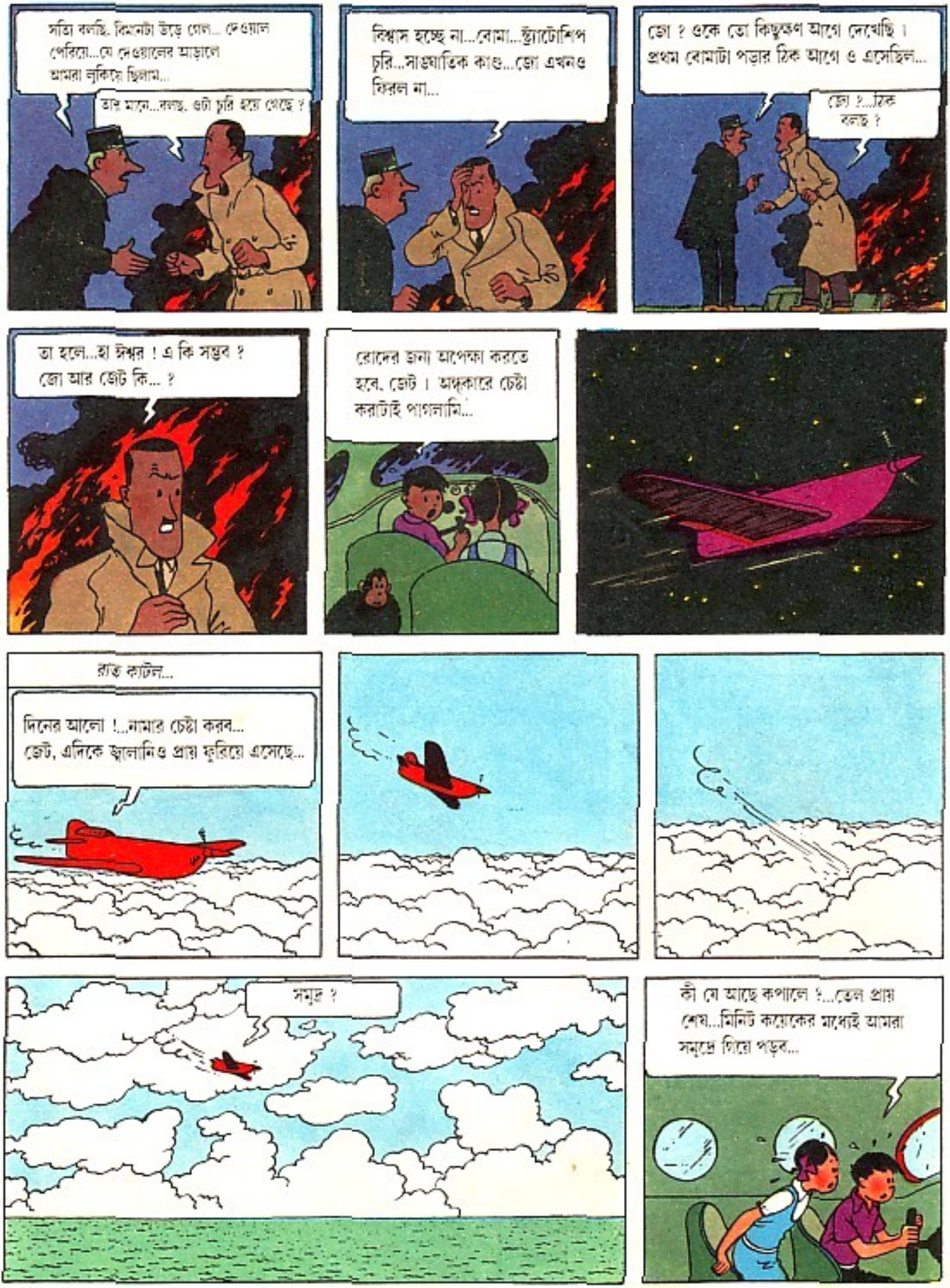
সত্যি বলছি, বিমানটা উড়ে গেল... দেওয়াল পেরিয়ে...যে দেওয়ালের আড়ালে আমরা লুকিয়ে ছিলাম...
তার মানে...বলছ, ওটা চুরি হয়ে গেছে ?
বিশ্বাস হচ্ছে না...বোমা...স্ট্রাটোশিপ চুরি...সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড...জো এখনও ফিরল না...
জো ? ওকে তো কিছুক্ষণ আগে দেখেছি। প্রথম বোমাটা পড়ার ঠিক আগে ও এসেছিল...
জো ?...ঠিক বলছ ?
তা হলে...হা ঈশ্বর ! এ কি সম্ভব ? জো আর জেট কি... ?
রোদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, জেট। অন্ধকারে চেষ্টা করাটাই পাগলামি...
রাত কাটল...
দিনের আলো !...নামার চেষ্টা করব... জেট, এদিকে জ্বালানিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে...
সমুদ্র ?
কী যে আছে কপালে !...তেল প্রায় শেষ...মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়ব...

ওই যে, জো ! একটা দ্বীপ !
ওই তো ! তেল নেই !...ভাগ্যা ভাল, আমরা তেমন দূরে নই...গ্লাইডিং করে ওখানে নামব...
ফুট্ ফুট্
ওকে ঠিক দ্বীপও বলা যায় না... সৈকতে নামার চেষ্টা করব...
জো !...চাকা...চাকা !
তাই তো !...ভুলে গিয়েছিলাম !
হুই...এই তো !
শাবাশ, জো !...তুই সব পারিস।
এখন দেখতে হবে কোথায় এলাম...
নিশ্চয় এটা একটা মরুদ্বীপ...বাড়িঘর নেই, প্রাণের চিহ্ন নেই...
এবার সত্যিই আমরা ঝামেলায় পড়লাম।
HERGÉ

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

ধনকুবের জন পাম্পের উইল অনুসারে তারাই এক কোটি ডলার পাবে, যারা ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার বেগে প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক পাড়ি দিতে পারে এরকম একটি বিমান প্রথম তৈরি করবে।

জো ও জেটের বাবা স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২ বিমানটি তৈরি করলেন। এদিকে দস্যুরা উঠে পড়ে লেগেছে বিমানটি ধ্বংস করতে। বিমানটিকে বাঁচাতে জো ও জেট সেটি নিয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে ছিল তাদের পোষা আদরের বানর জোকো। জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে তারা এসে নামল এক দ্বীপে।

দুঃসাহসী টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ-কে কে না চেনে। টিনটিন ছাড়াও হার্জ-এর অন্যতম সৃষ্টি জো, জেট ও জোকোর এই অ্যাডভেঞ্চার। ১৯৩০-এ লেখা দুই পর্বে সমাপ্ত এই কাহিনীর পরের পর্বের নাম 'গন্তব্য নিউইয়র্ক'।

9 788172 157579

হার্জ

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২/দ্বিতীয় পর্ব

গন্তব্য নিউইয়র্ক

আ ন ন্দ

হার্জ

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২

দ্বিতীয় পর্ব

গন্তব্য নিউইয়র্ক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

আগের ঘটনা জানতে হলে পড়ো

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২ প্রথম পর্ব : জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ধনকুবের জন পাম্পের উইল অনুসারে তারাই এক কোটি ডলার পাবে, যারা ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার বেগে প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক পাড়ি দিতে পারে এরকম একটি বিমান প্রথম তৈরি করবে।

জো ও জেটের বাবা স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২ বিমানটি তৈরি করলেন। এদিকে দস্যুরা উঠে পড়ে লেগেছে বিমানটি ধ্বংস করতে। বিমানটিকে বাঁচাতে জো ও জেট সেটি নিয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে ছিল তাদের পোষা আদরের বানর জোকো। জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে তারা এসে নামল এক দ্বীপে...

প্রথম বাংলা সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮

ISBN 81-7215-768-1

© কাস্টারমান
© বাংলা অনুবাদ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৬০.০০

গন্তব্য নিউইয়র্ক

পরের জাহাজেই আমার রিপোর্ট চলে যাবে।
দেখা যাক, পরের জাহাজটা কখন যায়। তা...শেষ জাহাজটা একমাস আগে এসেছিল... পরের জাহাজটা আসতে মাসপাঁচেক লাগবে... বছরে তো দুটো জাহাজ আসে...
রিপোর্ট যেতে পাঁচ মাস লাগবে। সরকারের নির্দেশ আসবে ছ' মাস পরে। তার মানে...এগারো মাসের মধ্যেই জানতে পারবে তোমাদের ভাগ্যে কী আছে...
ইওওওও
ইওওওও
হা!হা!হা!হা!
ইওওওও
?
ঝড় উঠেছে।
চটপট স্ট্র্যাটোশিপে!... ওখানেই আশ্রয় নেব!

এক মেকানিক ওর ফ্লাস্ক ও স্যান্ডউইচ বিমানে ফেলে গেছে।
ভাগ্য ভাল। না হলে কী খেতাম জানি না।

সারারাত ঝড় আর বৃষ্টি

পরের দিন সকালে...
ও! দ্যাখ জেট তেলের ড্রাম!

কাল রাত্রে নিশ্চয় একটা জাহাজ ডুবে গেছে...ঝড়ে ওগুলো ভেসে এসেছে।

এটাকে ডাঙায় নিয়ে যাই, দেখি ভেতরে কী আছে!

বেঁচে গেছি জেট। ...এর ভেতরে পেট্রল আছে!

চটপট! কিছু একটা নিয়ে আসি...ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নেব!

ড্রামে কী আছে দেখা যাক...

?

অদ্ভুত, এটা কোনও কিছুরই গন্ধ নয়।...

পেট্রল ! নাকে ব্যান্ডেজ থাকায় আমি গন্ধ পাইনি !
ও যেখানে খুশি যাক... আমরা ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিই...
আস্তে এগোচ্ছে, তাই না জো ?
হ্যাঁ, ধৈর্য ধর । আমরা ঠিক পারব ।
সেইদিন সন্ধ্যায়...
হয়ে গেছে । এবার আমরা যেতে পারি !
কিন্তু জো, কোনদিকে যেতে হবে ঠিক জানিস ?
কোনদিকে ? হ্যাঁ... মানে... বলছি যে...
ঠিক জানি না । যে দ্বীপটা ছেড়ে এলাম সেটা নিরক্ষরেখা থেকে খুব একটা দূরে নয় বলেই মনে হয় । অর্থাৎ, ইউরোপের খুব একটা দক্ষিণে নয় । তাই কম্পাস দেখে উত্তরে যাচ্ছি ।
ইতিমধ্যে...
হ্যালো ? বিমানমন্ত্রক ? আমি জ্যাক লেগ্রাঁ বলছি... এখনও খবর নেই ? নেই ? হ্যাঁ... আমাকে খবর দেবেন ? ...ধন্যবাদ...
একটা জাহাজ ! কী ছোট দেখাচ্ছে ! ...মনে হচ্ছে একটা খেলনা...

আরে, এই তো সেই নিখোঁজ বিমান... স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২ !
হ্যালো, হ্যালো... এস এস অ্যানভার্সভিল বলছি... স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২-কে খুব উঁচু দিয়ে উড়তে দেখা গেছে, বিমানটি যাচ্ছে উত্তরের দিকে ।
ঝিঁ রি রি রিং
রি রি রিং
হ্যালো ? হ্যাঁ... বিমান মন্ত্রক... হ্যাঁ... খবর আছে ? ওরা... ওরা বেঁচে আছে !... ঈশ্বরের কৃপা ! কিন্তু... ওরা গতিপথ না বদলালে ইউরোপে যেতে পারবে না...
আবার অন্ধকার হয়ে এল... এখনও ডাঙা দেখতে পাচ্ছি না...
কিছুই চোখে পড়ছে না... কোনও শহরের আলোও নয়...
মনে হয় কুয়াশায় সব ঢেকে আছে জো...
রি রি রি রিং
রি রি রিং
হ্যালো... বিমান মন্ত্রক থেকে বলছি... হ্যাঁ... আইসল্যান্ডের রিকিয়াভিক থেকে খবর পেয়েছি... ভোর তিনটেয় দক্ষিণ উপকূলের ডিরহোলের লোকেরা বিমানের এঞ্জিনের শব্দ শুনেছে... বিমানটি যাচ্ছে উত্তরে...
সর্বনাশ ! ওরা উত্তর মেরুর দিকে এগোচ্ছে !
ভয় পাস না, জেট শিগগির আলো দেখতে পাব ।
ভোর হচ্ছে...
জ্বালানিও যে আবার ফুরিয়ে এল...
আঃ ! কী যেন দেখতে পাচ্ছি ! ও জো ! সব সাদা... বরফ আর বরফ ।
বছরের এই সময়ে ?
জেট, আমরা বহুদূরে এসে পড়েছি । উত্তর মেরুতে !

আমাদের অবশ্যই দক্ষিণে ঘুরতে হবে ।
বেশি দূরে যেতে পারব না । জ্বালানির মিটারটা দ্যাখ, মাত্র কয়েক লিটার আছে...

চেষ্টা করে দেখি !... যদি একটা এস্কিমোদের পাড়া চোখে পড়ে ।

না, কিছুই নেই । কিন্তু আমাদের নামতেই হবে...

বরফের মসৃণ একটা জমি দেখা যাচ্ছে... ওখানে নামা যেতে পারে...
সত্যি ?

জো, দ্যাখ... জমিটা এবড়োখেবড়ো...

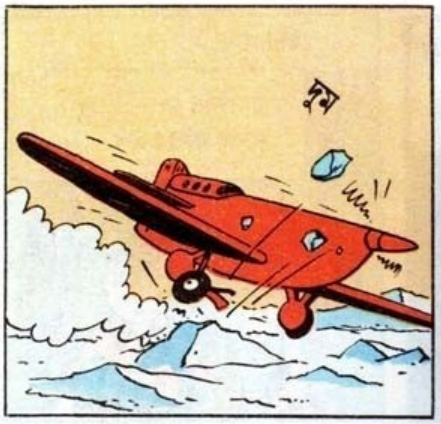
দুম

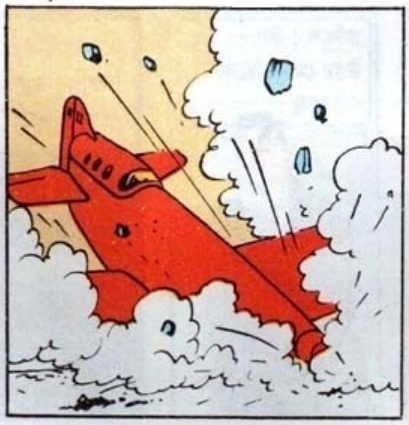

?

নীচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে !
প্রপেলারও গেছে !

H 22
এখন কী হবে আমাদের ?

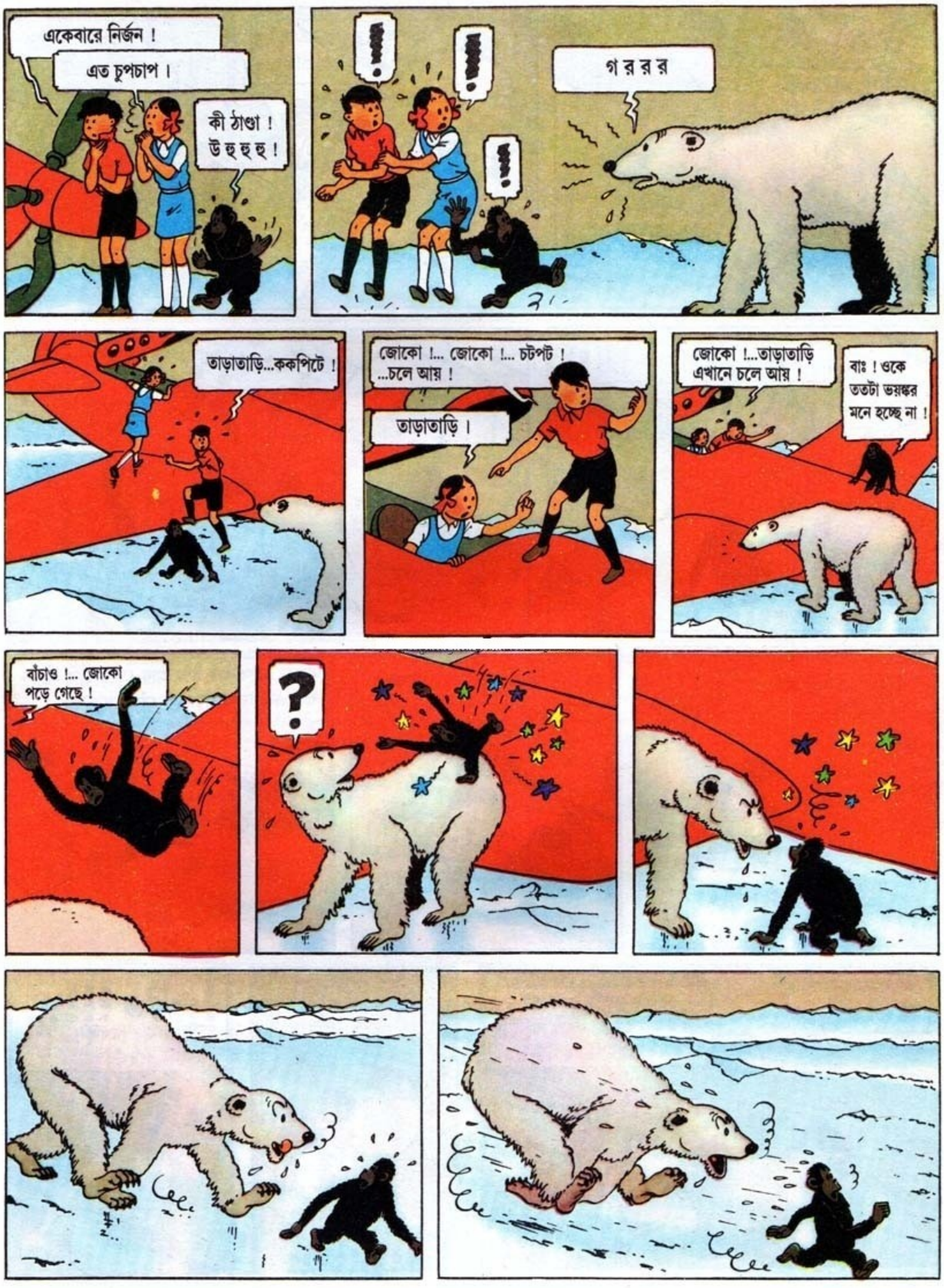

একেবারে নির্জন !
এত চুপচাপ ।
কী ঠাণ্ডা ! উহুহুহু !
!
!
!
গররর
তাড়াতাড়ি...ককপিটে !
জোকো !... জোকো !... চটপট ! ...চলে আয় !
তাড়াতাড়ি ।
জোকো !...তাড়াতাড়ি এখানে চলে আয় !
বাঃ ! ওকে ততটা ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না !
বাঁচাও !... জোকো পড়ে গেছে !
?

আর একটা...
আঃ ! ওই আসছে ! ভালয়-ভালয় ফিরেছে !
বোকা কোথাকার, চলে আয় ! তাড়াতাড়ি !... আর একবার অল্পের জন্য বেঁচে গেলি !
এখন আমাদের কী হবে ?... কী হবে আমাদের ?
তাই তো ভাবছি...কেউ যদি আমাদের উদ্ধার করতে না আসে তা হলে গেছি !
!★?@ !!! ...
নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি !... জো !... দেখবি আয় !

দোহাই ভগবান !... দেখে মনে হচ্ছে...কিন্তু খুব দূরে। মনে হচ্ছে... হ্যাঁ ! লোকজন ! আমরা বেঁচে গেলাম !
আমরা এখনও বেশ দূরে। ওরা তোর ডাক শুনতে পাবে না !
এই শুনছ !... শুনতে পাচ্ছ !
উহু !... বেশ ঠাণ্ডা !
ওরা নিশ্চয় এস্কিমো...
ওঃ ! এখন আর ওদের দেখছি না !
চল, এগিয়ে যাই, জেট... প্রায় পৌঁছে গেছি...
শোন, ওর কথা বলছে... ওরা ওই টিলার আড়ালেই আছে।
হ্যাঁ, এস্কিমোদের ভাষাটা অদ্ভুত !
রা আ আ
ই উ র র
অ র র র
ই র র
ই উ র র
পেঙ্গুইন।...
না, ওরা গিলমেট... দূর থেকে ওদের মানুষ বলে মনে হয় !
জোকো !... এদিকে আয় !
আসছি ! এক মিনিট !
চল, প্লেনে ফিরে যাই...
ডিম নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু খিদেয় মরছি, এখন আর বাছবিচারের সময় নেই !
র র অ !
অ র র

চটপট ! আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে।
হ্যাঁ, ঝোড়ো হাওয়া।
জোকো ?
ইইরর ইউরর
তাড়াতাড়ি !
ওকে হয়তো ভালুকে ধরেছে !
ওঃ !... বেচারা জোকো !
বরফ পড়ছে !
পা চালিয়ে, জো
তুষারঝড় শুরু হয়েছে !
সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
এরোপ্লেনটা কোথায় ? এখন ওটা দেখতে পাচ্ছি না...
চিন্তা করিস না জেট, প্লেনটা খুঁজে পাব... ওটা নিশ্চয় খুব দূরে নয়।
আর হাঁটতে পারছি না !
আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি !
ওঃ জো ! শীতে মরে যাব !
ভয় নেই।... আমরা আবার নীচে নেমে প্লেনটা খুঁজব...
জোকো ?...
ও পড়ে গেছে !
হোয়া

জোকো !...
জোকো !...
ও নিখোঁজ হয়ে গেছে !
ওঃ ! ওর কী হবে এখন ?
দুম
আয় জেট, ভয় নেই।
জেট !... জেট !...তোকে যেতেই হবে... না হলে ঠাণ্ডায় জমে যাবি।
হাঁটতে পারছি না, জো।
মনে হচ্ছে, ও তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চায়...
হ্যাঁ, হয়তো কেউ বিপদে পড়েছে... আমি ওর পেছন-পেছন যাব।
এক মিনিট ! আমি ওকে গরম পোশাক পরিয়ে দিই !
তা ভালই।
চল জেট, তোকে এগোতেই হবে। আমরা পেছন করে হাঁটব, তা হলে মুখে বরফ লাগবে না...
সেটাই ভাল, তাই না ?
হ্যাঁ...
পায়ের ছাপ... দু' জোড়া... মনে হচ্ছে শিশু... ওরা ওদিকে গেছে...

পায়ের ছাপগুলো সবে পড়েছে...শীঘ্রই ওদের ধরে ফেলব...
অদ্ভুত !... যত যাচ্ছি পায়ের ছাপ ততই হালকা হয়ে যাচ্ছে
এর মানে কী ??
এখন বুঝতে পারছি !... এখান থেকে ওরা পেছন করে হেঁটেছে ! ওদের ধরে ফেলব কোথায়, বরং আরও পিছিয়ে যাচ্ছি !
পিছু ফিরে এগোই !... আশা করি খুব একটা দেরি হয়নি !
জেট ! জেট !...শুনতে পাচ্ছিস ?
হেই !
বেঁচে গেছি !
উত্তর পাওয়া গেছে !
হেই...
বামন !
ও তো আমাদের জোকো !
এস্কিমো !... এবার সত্যিকারের এস্কিমো !
গরম পোশাকগুলো চটপট পরে নাও । ছোট্ট মেয়ে এই বস্তায় ঢুকে পড়ো, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব...
?

আমরা পৌঁছে গেছি ।
বা ! বেশ লাগছে !
কিন্তু আমাদের স্ট্র্যাটোশিপের অতলান্তিক পেরনোর কথা ছিল, তার কী হবে ? আর মাত্র তিন সপ্তাহ... প্লেনটারও ক্ষতি হয়েছে ।
জানি, জো । তেমন আশা দেখছি না...
ওদের বুঝিয়ে বলি, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না । যেভাবেই হোক, মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ।
আমরা প্লেনে এসেছি... উড়ুক্কু জাহাজ...ইররররররর... বুঝতে পারলে ? আমরা নেমে পড়লাম...বজজজজ...
তারপরই হঠাৎ...আছড়ে পড়ল...দুম...
বুঝতে পারছি, তোমরা নামতে চেয়েছিলে । কিন্তু পালকের মতো মাটি না ছুঁয়ে ।
!
!
হ্যাঁ ! প্রোফেসার নিয়েলসেন তোমাদের ভাষা শিখিয়েছেন । উনি নৃবিজ্ঞানী । আবহাওয়া ভাল হলেই আমরা ওঁর কাছে তোমাদের নিয়ে যাব । ওঁর একটা রেডিও ট্রান্সমিটার আছে । উনি তোমাদের বাড়িতে খবর দেবেন ।
তিনদিন চলল ঝড়ের দাপট...
চতুর্থ দিন সকালে...
আজ আবহাওয়া ভাল । বেরোতে পারি । তার আগে কিছু খাবারের খোঁজ করা দরকার । পথে লাগবে ।
চলো, সিল শিকারে যাই ।
চমৎকার স্লাইডটাই না ওরা তৈরি করেছে ।

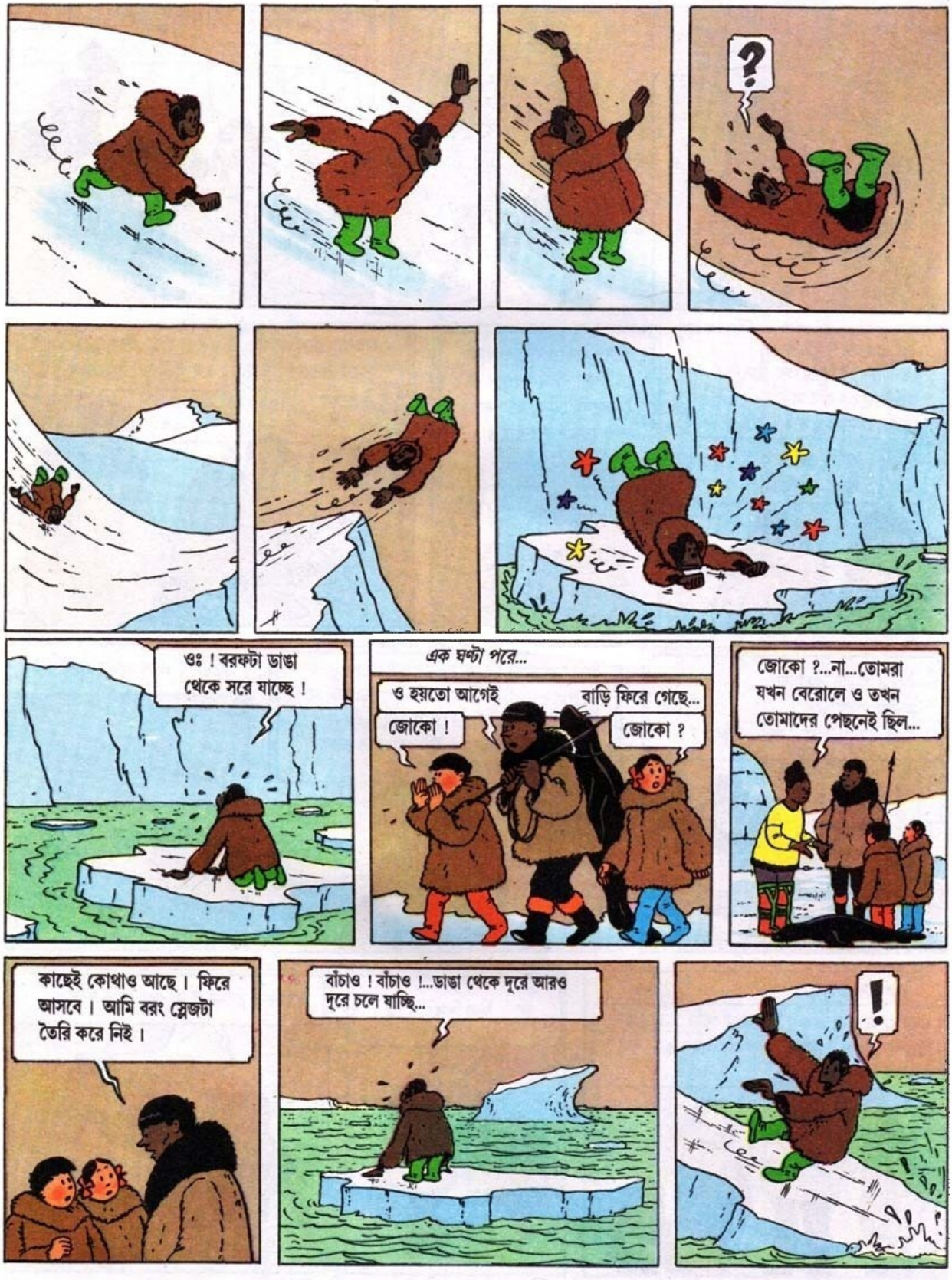

?
ওঃ ! বরফটা ডাঙা থেকে সরে যাচ্ছে !
এক ঘণ্টা পরে...
ও হয়তো আগেই বাড়ি ফিরে গেছে...
জোকো !
জোকো ?
জোকো ?...না...তোমরা যখন বেরোলে ও তখন তোমাদের পেছনেই ছিল...
কাছেই কোথাও আছে। ফিরে আসবে। আমি বরং স্লেজটা তৈরি করে নিই।
বাঁচাও ! বাঁচাও !...ডাঙা থেকে দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছি...
!

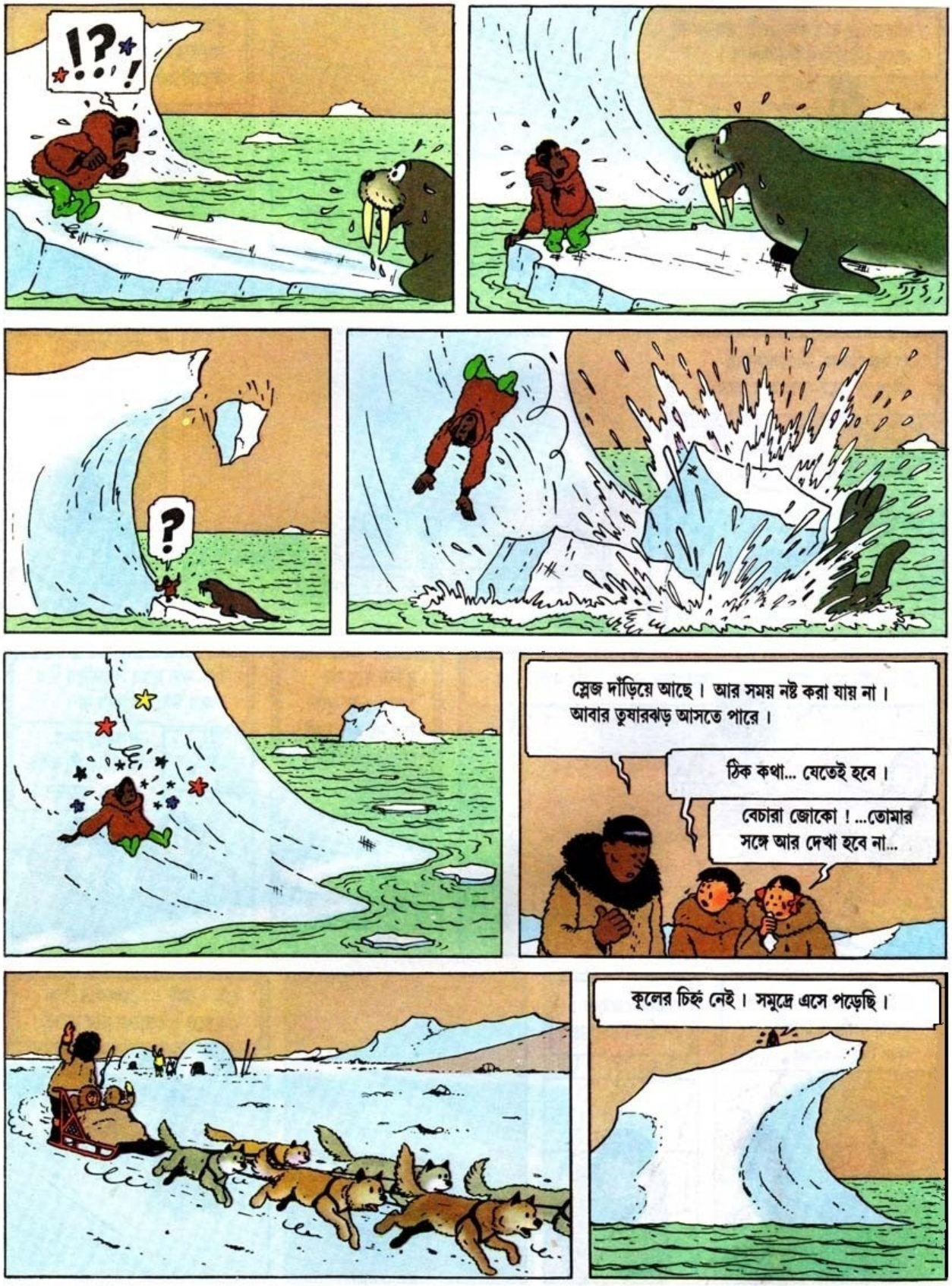
!?!
?
স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে। আর সময় নষ্ট করা যায় না। আবার তুষারঝড় আসতে পারে।
ঠিক কথা... যেতেই হবে।
বেচারা জোকো! ...তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না...
কূলের চিহ্ন নেই। সমুদ্রে এসে পড়েছি।

আবহাওয়া ভাল থাকলে নিয়েলসেনের কাছে পৌঁছতে দু'দিন লাগবে ।
দুর্ভাগ্য ! আকাশ আবার অন্ধকার হয়ে আসছে । রাতের আগেই বরফ পড়বে ।
যা বলেছিলাম...নিয়েলসেনের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে ।
এগনো যাবে না । কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । এখন একটা ঈগলু তৈরি করতে হবে ।
এই ঈগলুটা হয়ে গেলে, কুকুরদের জন্যও তৈরি করতে হবে ।
দু'দিন ধরে ঝড় চলছে । দু'-দুটো দিন নষ্ট হল, জেট ।
হ্যাঁ...মনে হচ্ছে বিমানটাও ঠিক সময়ে উড়তে পারবে না ।
মা-বাবার কথা ভাবছি । কী কষ্টই না ওঁরা পাচ্ছেন !
হ্যালো ? ...বিমান মন্ত্রক ? লেগ্রাঁ বলছি... এখনও খবর নেই ? আচ্ছা...
বেচারা জোকো ! সে এখন কোথায় ?
জো ! জেট ! ...জোকোর খিদে পেয়েছে । জোকো মরে যাচ্ছে !

?
টুউউউট
জাহাজের সাইরেন...নিশ্চয় খুব কাছে...কুয়াশা না থাকলে জাহাজটা দেখতে পেতাম।
ওঃ !...সামলে !
হিমশৈল ! ...একেবারে সামনে !
বাঁ দিকে ঘুরব !... উপায় নেই !...
যাত্রীদের সামলাও। আমি দেখছি, কী ক্ষতি হল।
ভাগ্যিস, ওপরের দিকে ধাক্কা লেগেছে। এখনই বিপদের আশঙ্কা নেই।
জাহাজটা আবার আস্তে-আস্তে চালাও। দুর্ঘটনার খবর বেতারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
সব ঠিক আছে... বেতারে খবর পাঠাচ্ছি, জাহাজের ক্ষতি হলেও আমরা যেতে পারব...

তা ভাল, চলো, আবার কাজে যাই !
GALLEY
সড়াত
এ তো দেখছি কলার খোসা !
আমিও দেখেছি, বোকা কোথাকার ! ...জানতে চাই, কে ওখানে ফেলেছে !
ওই দ্যাখো !
আরও বেশ কয়েকটা !
কিন্তু...অসম্ভব ! ...আমার পুরো এক কাঁদি কলার এই অবস্থা !
শয়তানকে আগে খুঁজে বের করি, তারপর...
?
ঘর-র-র
?
ক্যাপ্টেন, রাঁধুনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়...

ক্যাপ্টেন, এই দেখুন ! শয়তানকে পাকড়াও করেছি ! এক কাঁদি কলা খেয়ে লকারে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।
এ নিশ্চয় জাহাজের কোনও যাত্রীর। পার্সারকে ডেকে আনো।
না ক্যাপ্টেন, বানর নিয়ে কোনও যাত্রীই জাহাজে ওঠেনি।
অদ্ভুত কাণ্ড ! দ্যাখো, কেমন এস্কিমোদের মতো সেজেছে।
এর একমাত্র উত্তর হতে পারে, যে বরফ-পাহাড়ে আমরা ধাক্কা খেয়েছিলাম, বানরটা ছিল সেখানেই। ছিটকে জাহাজে এসে পড়েছে।
ও বেশ বুদ্ধিমান, স্বভাবটাও ভাল।
বরফ-পাহাড়ে ও কী করছিল ?
ওকে নিয়ে এখন কী করব, সার ?
নিউ ইয়র্কে পৌঁছে ভেবে দেখব। ততদিন ওর দেখাশোনা কোরো। যদি চাও, সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও ওকে রেখে দিতে পারো।
সৌভাগ্যের প্রতীক !
সৌভাগ্য ! যে কি না আমাদের কলার কাঁদি খেয়ে নেয়। এরকম সৌভাগ্যের প্রতীকের দরকার নেই আমার !
ওকে ধোলাই শেখালে কেমন হয় ?
?
ওঃ !

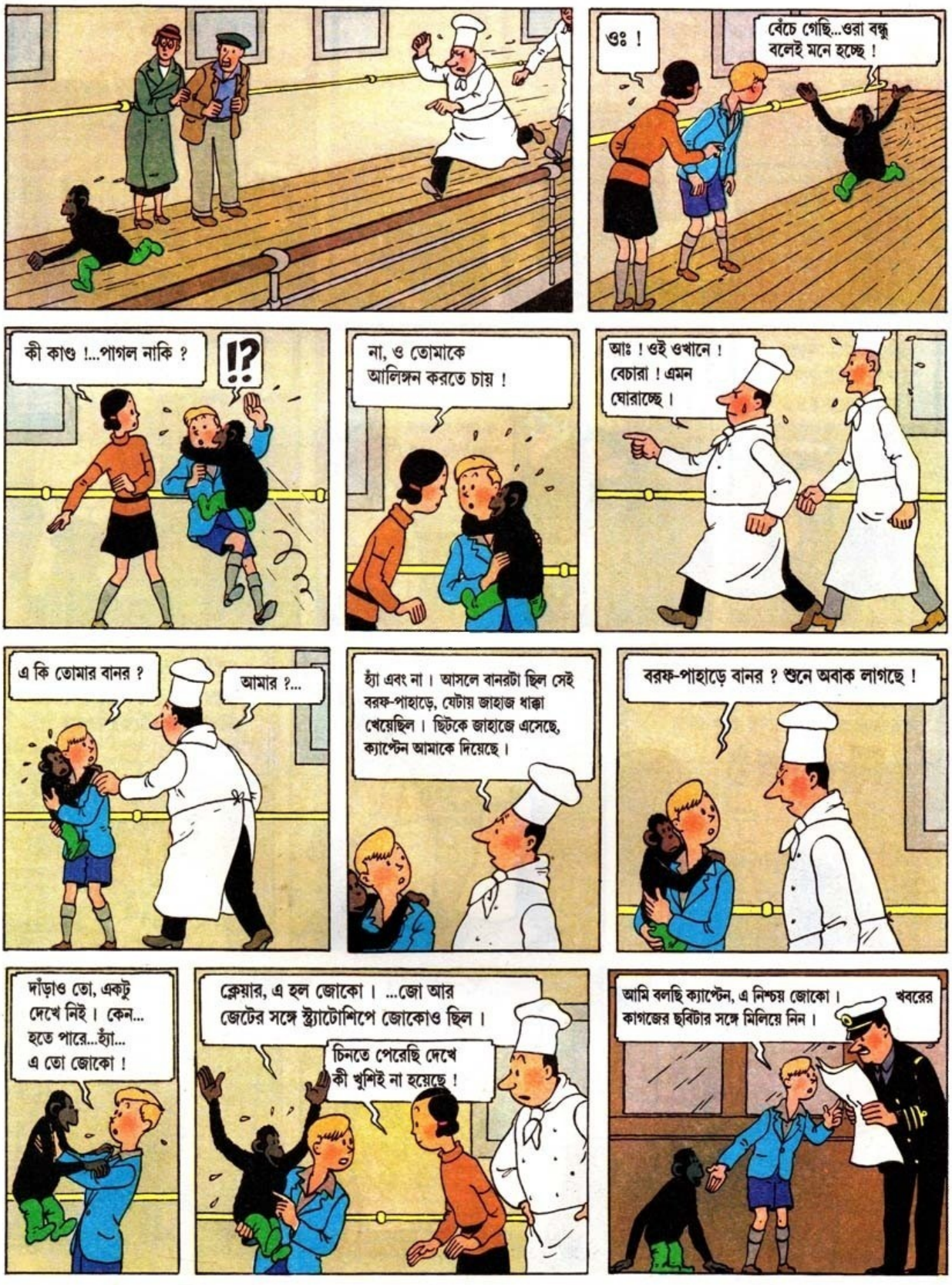
ওঃ !
বেঁচে গেছি...ওরা বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে !
কী কাণ্ড !...পাগল নাকি ?
!?
না, ও তোমাকে আলিঙ্গন করতে চায় !
আঃ ! ওই ওখানে ! বেচারা ! এমন ঘোরাচ্ছে।
এ কি তোমার বানর ?
আমার ?...
হ্যাঁ এবং না। আসলে বানরটা ছিল সেই বরফ-পাহাড়ে, যেটায় জাহাজ ধাক্কা খেয়েছিল। ছিটকে জাহাজে এসেছে, ক্যাপ্টেন আমাকে দিয়েছে।
বরফ-পাহাড়ে বানর ? শুনে অবাক লাগছে !
দাঁড়াও তো, একটু দেখে নিই। কেন... হতে পারে...হ্যাঁ... এ তো জোকো !
ক্লেয়ার, এ হল জোকো। ...জো আর জেটের সঙ্গে স্ট্র্যাটোশিপে জোকোও ছিল।
চিনতে পেরেছি দেখে কী খুশিই না হয়েছে !
আমি বলছি ক্যাপ্টেন, এ নিশ্চয় জোকো। খবরের কাগজের ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

বেতার অফিসারকে এখনই এখানে আসতে বলো।

এস এস ওসেনিক। তিনটে ২৮ মিনিট। গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। অবস্থান ৪৩.২৬ প ৪৮.৩১ উ। আমাদের জাহাজে একটা বানর জোকো নামে সাড়া দিচ্ছে। মনে হয় বানরটা জো ও জেট লেগ্র্যাঁর। বরফ-পাহাড়ে আমাদের জাহাজের ধাক্কা লেগেছিল, বানরটা ছিল সেই পাহাড়ে। গায়ে এস্কিমোর পোশাক।

ইতিমধ্যে...

হ্যালো ? হ্যাঁ...বিমান মন্ত্রক ? হ্যাঁ... হ্যাঁ...আঃ ! ওরা নিরাপদ ?...কী... একা জোকো ?...জোকো ?...একটা বরফ-পাহাড়ে ? এস্কিমোর পোশাকে ?

হ্যাঁ...মনে হচ্ছে জো ও জেটকে এস্কিমোরা উদ্ধার করেছে। তা হলে ওরা নিশ্চয় ভাল আছে।

ঝড় থেমে গেছে। এবার আমরা বেরোতে পারি।

খুব দূরে নয়। ঠিকঠাক চললে রাত্রেই ক্যাম্পে পৌঁছে যাব।

...সেই সন্ধ্যায়...

প্রোফেসর, দেখুন একটা স্লেজ।

শুভেচ্ছা প্রোফেসর !

আঃ !...ইরিওউক...শুভেচ্ছা ...ছেলেমেয়েদের এনেছ ?

না। ওরা ফরাসি ছেলেমেয়ে।

ফরাসি ?

জো, জেট লেগ্র্যাঁ। প্যারিসে বাড়ি। ইরিওউক আমাদের রক্ষা করেছে।

জো, জেট লেগ্র্যাঁ ?...তোমরাই স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২ চালিয়েছ ? সবাই ভেবেছে তোমরা হারিয়ে গেছ। যাক, তোমরা তা হলে ভাল আছ ! বেতারে খবরটা পাঠিয়ে দিই। এসো, আমার সঙ্গে।

কে. আর.-২ বলছি...কে. আর.-২...
পি.জি.এমকে চাই...পি.জি.এম...
পি.জি.এম. বলছি...শুনতে পাচ্ছি...বলুন কে.আর.-২...
কে.আর.-২ বলছি...দক্ষিণ রিকিয়াভিককে জানান, জো ও জেট লেগ্র্যাঁ, এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছল। এস্কিমোরা ওদের উদ্ধার করেছে। ওরা ভাল আছে।
একটু অপেক্ষা করো। পি.জি.এম. উত্তর দেবে। আঃ! এই তো!
কে.আর.-২, পি.জি.এম. বলছি... দক্ষিণ রিকিয়াভিক খবর পাঠাচ্ছি... একটু অপেক্ষা করুন...
পি.জি.এমকে বলছি রিকিয়াভিক দক্ষিণ। প্যারিস এফ. আর-৬কে জানিয়েছি। কে.আর.-২কে দিন...
কে.আর-২কে রিকিয়াভিক দক্ষিণ। প্যারিস এফ. আর.-৬ কথা বলতে চান।
প্যারিস!
প্যারিস এফ. আর-৬ বলছি, কে. আর-২কে চাই। শুনতে পাচ্ছেন? ...আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?
কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন...
জো...জেট! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শুনছ? বাবা বলছি!
বাবা! ...হ্যালো! ...হ্যাঁ!...হ্যালো, বাবা... হ্যাঁ... না...একটুও না। জেট ও আমি খুব ভাল আছি... কিন্তু জোকো হারিয়ে গেছে! ...কী?... ওকে পাওয়া গেছে!...দারুণ!
জো, এখন বলো স্ট্র্যাটোশিপের কি খুব ক্ষতি হয়েছে? হ্যাঁ ...নীচের অংশ ভেঙে গেছে আর প্রপেলার বেঁকে গেছে? ভাল... তেমন গুরুতর নয়।
এস. এ. এফ. সি. এ. এরোপ্লেনে যন্ত্রাংশ পাঠাবে। মেরামত হয়ে গেলেই আমরা প্যারিসে ফিরব। যথেষ্ট সময় আছে। আশা করি, প্যারিস-নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যাবে।
বাবা, দেখা হবে। মাকে বোলো, উনি যেন আর চিন্তা না করেন। এখানে সবাই খুব দয়ালু। এস্কিমোরা যে কী ভাল! আর ওরা আমাদের মতোই ইংরেজি বলে।

সব ঠিক আছে !... বেতারে সব কথাবার্তা হয়ে গেল । এখন রিলিফ প্লেনের অপেক্ষা করা ।
ইতিমধ্যে প্যারিসে...
হ্যালো ? হ্যাঁ...'ডিসপাচ'... ওদের পাওয়া গেছে ! ...ভাল । ফোনটা ধরে থাকুন, আমার সেক্রেটারি সব লিখে রাখবেন...
"রেকিয়াভিক হয়ে কে আর ২ বেতার কেন্দ্রের বার্তা—লেগ্র্যাঁর ছেলেমেয়েকে পাওয়া গেছে, ওরা ভাল আছে ।"
হয়ে গেছে ? বাঃ !... নিউজরুমে গিয়ে জানান । ডালমাশিয়ান সন্ত্রাসবাদীদের বিচারের জায়গায় এই খবরটা যেন প্রথম পাতায় চার কলামে বের হয়...
দৈনিক ডিসপাচ !... দৈনিক ডিসপাচ ! ...বিশেষ খবর !
"ঘটনাস্থলে গিয়ে দরকার হলে মেরামতের কাজ সেরে নেওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ রিলিফ প্লেন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এস.এ.এফ.সি.এ । তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক ফ্লাইট সফল হবে ।..."
ছেলেমেয়ে দুটোর ভাগ্য । শয়তান । অন্য যে কেউ হলে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেত । ...ওদের জন্যই এস.এ.এফ.সি.এ বাজিমাত করতে চলল ।
এখনও উপায় আছে...আজ রাত্রেই যাও !
ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করব ? এস.এ.এফ. সি.এ-র ফোরম্যান ।
ওই রাত্রে...
হ্যালো, ভিক্টর !
ওয়ার্নার !
স-স-স...আস্তে । ভিক্টর, একটা কাজ করতে হবে...
নিশ্চয় জানো, স্ট্যাটোশিপ উদ্ধার করার জন্য এস.এ.এফ.সি.এ প্লেন পাঠাচ্ছে...তুমি, ভিক্টরভাই, দ্যাখো যাতে প্লেনটা ওখানে না পৌঁছয় ।

না ! না ! না !...যথেষ্ট হয়েছে ! স্ট্র্যাটোশিপের পরীক্ষামূলক উড়ানের আগেই আমি প্লেনটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম। চূড়ান্ত খবরটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা... ওরকম অভিজ্ঞতা যেন আর না হয়।

গোলমাল কোরো না। তোমার জন্য ১০ হাজার ডলার এখানে আছে...

নেব না !... যথেষ্ট হয়েছে। তোমরা কেন লেগ্র্যাঁকে ঘৃণা করো ?

ওটা আমার ব্যাপার... শেষবার ! তুমি কি করবে ?

না !

ঠিক আছে। আগামীকাল সারা দুনিয়া জানবে ভিক্টর, সৎ ভিক্টর, এক পলাতক আসামি !

তুমি তো জানো, আমি ও-কাজ করিনি...

তাই ?

ঠিক আছে। কী চাও ?

দু'দিন পরে...

প্যারিস থেকে রেকিয়াভিক... প্রথম দফা... ৪০০০ কিলোমিটার সব ঠিকঠাক চললে আজ রাত্রেই ওখানে পৌঁছে যাব।

সব ঠিক ভিক্টর ?

হ্যাঁ সার।

দ্বিতীয় দফায় রিকিয়াভিক থেকে স্টেশন কে আর ২। এটাই কঠিন...

F-AIGA

তোমার বাবার প্লেন ছিল এখানে গ্রিনউইচ মিন টাইম ১১টা ৩৫-এ...ওঁরা স্কটল্যান্ড ছেড়ে আইসল্যান্ডের দিকে রওনা হয়েছেন...

এখানে...ওঁরা এখানে...

আকাশ পরিষ্কার। গতি ঘণ্টায় ৩৭৫ কিমি। সব ঠিক আছে। দুপুর একটায় আবার রিপোর্ট পাঠাব।

F-A IGA

F-AIGA

১২৫৭...আরও তিন মিনিট...

এখনও খবর নেই...

আশা করি ওদের খারাপ কিছু ঘটেনি !

ওঃ, বাবা !

হ্যালো ?...বিমানমন্ত্রক ? মাদাম লেগ্র্যাঁ বলছি। কোনও খবর নেই ?

দুঃখের কথা, এখনও খবর নেই। তবে এখনও আশা ছাড়িনি...জোর তল্লাশি চলছে...

...রেডিও প্যারিস। রাত আটটা। এস.এ.এফ.সি.এ বিমানের এখনও খবর নেই। রাজকীয় বিমানবাহিনীর তল্লাশির কাজ রাত্রে বন্ধ আছে। তবে ভোর হলেই আবার শুরু হবে।

ভিক্টর, কাজটা ভালই করেছে...

আশা ছেড়ো না। ওদের নিখোঁজ হওয়ার খবর আমরা পাইনি। ওদের রেডিও হয়তো খারাপ হয়ে গেছে...

বাবার জন্য চিন্তা হচ্ছে।

শোনো...কাল সকালে আমরা আমার বিমানে যাব। স্ট্র্যাটোশিপটা খুঁজে দেখব কতটা কী ক্ষতি হয়েছে...ওখানেই যদি সারানো যায়, দেখব !

পরের দিন সকালে...

এই ছোট্ট বিমানটিতেই আমি এই এলাকাটা ঘুরে দেখি।

OY715

OY715

ইতিমধ্যে...

একটা বিমানের ডানা দেখা যাচ্ছে !

একটা বিমানের ডানা !
IGA
ট্রলার ডি ২৩৯...ভোর পাঁচটা ৪৮ মিনিট...১১°৩৮ পশ্চিম, ৬৬°১২ উত্তর...একটা বিমানের ডানা উদ্ধার করেছি, রেজিস্ট্রেশন আই জি এ ।
হ্যালো ? বিমানমন্ত্রক থেকে বলছি... হ্যাঁ...একটা ট্রলার ? আই জি এ ! ...ওরা নিখোঁজ । হায় ঈশ্বর ! এখন মাদাম লেগ্র্যাঁকে কী বলব ?
OY713
ওই যে স্ট্রাটোশিপ... নীচে, ডান দিকে ?
H22
ভেবেছিলাম, আরও খারাপ কিছু ঘটেছে...
বেশ গুরুতর ?
নীচের দিকটা সারানো যাবে । তবে আমার কাছে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, তা দিয়ে প্রপেলারটা সারাতে পারব কিনা জানি না ।
মূল শিবিরে ফিরে যাই । লোকজন ও যন্ত্রপাতি জোগাড় করে ওদের বরং এখানে পাঠাব ।

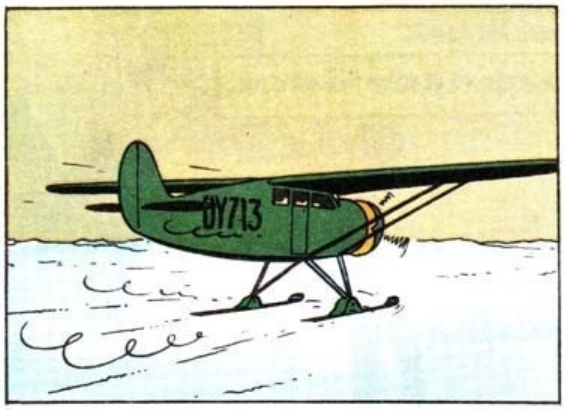
OY713

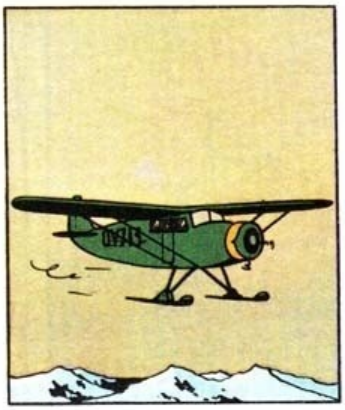
OY713

ওই দ্যাখো, প্রোফেসর নিয়েলসেনের বিমান

প্রোফেসর ফিরে আসছেন ।

জনাবারো লোক ও চারটে স্লেজ দরকার । এখান থেকে ৮০ মাইল দূরে একটা বিমান উদ্ধার করতে হবে, ইরিওউকুকের ইগলুর মাইল কয়েক দূরে...পারবে ?
হ্যাঁ প্রোফেসর । কালই সব ঠিক হয়ে যাবে ।

পরের দিন সকালে...
বিদায় নারাক, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি । আমরা বিমানে গিয়ে কাল সন্ধ্যায় তোমাদের সঙ্গে মিলব ।

ওরা স্ট্র্যাটোশিপ মেরামত করতে না পারলে অতলান্তিক পেরনোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে, জেট...আর মাত্র ১২ দিন আছে...

ইতিমধ্যে...

ধীবররা আমাদের উদ্ধার করার পর দেখতে-দেখতে দু'দিন কেটে গেল...
যোগাযোগ করতে না পারলে, আমাদের খবর পাঠাব কী করে...

ওই তো জাহাজের ক্যাপ্টেন !

আমরা পৌঁছব কখন, ক্যাপ্টেন ?

বাতাস দিক বদল না করলে কাল সন্ধেয় কার্কওয়াল পৌঁছব।

পরের দিন বিকেলে...

প্রোফেসর তাঁর ছোট্ট দুই যাত্রীকে নিয়ে এসে গেছেন...

সব ভাল তো ? স্ট্র্যাটোশিপের কী খবর ?

ভাল। আমরা এসেই কাজে হাত দিয়েছি।

...আমাদের দুই এঞ্জিনিয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

চমৎকার।

আর একটা দিন কেটে গেল, এখনও বাবার খবর পাচ্ছি না।

চিন্তা হচ্ছে। বাবা এখন কোথায় ?

উপকূল দেখা যাচ্ছে !...এবার আমরা আমাদের খবর পাঠাতে পারব।

হ্যালো ? বিমান মস্ত্রক থেকে বলছি। হ্যাঁ...হ্যালো ? কে বলছেন ? কী ? লেগ্র্যাঁ ! আপনি !...নিরাপদে আছেন ...ধীবরদের নৌকো রক্ষা করেছে ? !

এখন কোথায় আপনি ?... কার্কওয়াল...ওর্কনে দ্বীপপুঞ্জ... উত্তর স্কটল্যান্ডের...এখনই মাদাম লেগ্র্যাঁকে খবর দিচ্ছি ?

হ্যালো ? হ্যাঁ, মাদাম লেগ্র্যাঁ বলছি...নিরাপদ...ধন্যবাদ !

কাল সন্ধের মধ্যেই স্ট্র্যাটোশিপকে আবার ওড়ানো যাবে... কিন্তু কে বিমান চালাবে ?

কেন, আমরা প্রোফেসর !

পরের দিন...
বিমানের নীচের অংশ মেরামত হয়ে গেছে।
ভাল। তবে প্রপেলারের কী হবে?
প্রপেলার?...নতুন প্রপেলার লাগাতে হবে। বেশি সময় লাগবে না।...
নতুন? নতুন প্রপেলার? ...ঠিক বুঝতে পারছি না।
এই তো! আমার প্রথম বিমানের প্রপেলারটা রেখে দিয়েছিলাম। একটু অদলবদল করে নিলেই এটা স্ট্র্যাটোশিপে বসানো যাবে।
ওদের কাজ শেষ হলেই আমরা মূল শিবিরে ফিরে যাব। আমি স্ট্র্যাটোশিপ চালাব, আর আমার প্লেনটা চালাবে নারক।
এরপর জ্বালানি ভরে নিয়েই আমরা রওনা হব।
এবার আমি এঞ্জিন চালু করছি। তোমরাও উঠে পড়ো। সব ঠিকঠাক চললে আমি তোমাদের ফ্রান্সে নিয়ে যাব।
?
?
হুররে!
হুররে!
প্রোফেসর! লউমাক বাচ্চাটা অসুস্থ, ওর মা গতকাল থেকেই আপনাকে ডাকছেন। ...বুড়ো বৈদ্য ইরিয়াকউকও মরতে বসেছে।
চলো, এখনই যাচ্ছি।
কী বললেন শুনেছিস? উনি স্ট্র্যাটোশিপ ফ্রান্সে নিয়ে যেতে চান। ...কিন্তু আমরা তা মানতে পারছি না, জেট। ...দেখছিস তো, ওঁকে এদের প্রয়োজন কতটা।...

শোন জেট, ভেবে দেখলাম, উনি ফিরে আসার আগেই আমরা স্ট্র্যাটোশিপ উড়িয়ে নিয়ে যাব। ঠিক বলছি ?
ঠিকই বলেছিস, ওঁকে এখানে ওঁর কাজ ছেড়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়।
দেরি নয়। উনি আসার আগেই রওনা হব। কেন আমরা হঠাৎ রওনা হচ্ছি, তা চিঠি লিখে ওঁকে জানিয়ে যাব।
হ্যাঁ...
হা ঈশ্বর !
এবার জো, তুই কিন্তু ভুল পথে যাস না।
চিন্তার কিছু নেই। ম্যাপটা দেখে নিয়েছি। দক্ষিণ-পূর্বে যাব।
কয়েক ঘন্টা পরে...
মাটি দেখা যাচ্ছে, জেট !...মাটি !
কী সুন্দর !
দ্যাখ ! একটা এরোপ্লেন !
আমি বলছি ওটা নামবে
নেমেছে !...
গিয়ে দেখে আসা যাবে...

লোকগুলোকে দ্যাখ। মনে হচ্ছে, আমরা ফ্রান্সে এসে পড়েছি।
HOTEL NORM
ওয়ার্নার! শেষপর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম!
কী হয়েছে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?
ওয়ার্নার, স্ট্যাটোশিপ সবে সমুদ্রতীরে নেমেছে।
কী?...বাজে কথা বোলো না। ...তুমি কি পাগল?
আমি পাগল নই, ওয়ার্নার...! স্ট্যাটোশিপ... সমুদ্রের তীরে। জো, জেটকে দেখলাম, বিমান থেকে নেমে আসছে!
চুলোয় যাক!
ইতিমধ্যে...
রি রি রিং
হ্যালো, হ্যাঁ...কে? হে ভগবান! জো, জো... সত্যিই তুই! জো?
হ্যাঁ, আমি মা! জেটও এখানে আছে...হ্যাঁ, আমরা বেঁচে আছি। কোথায়! দুন্-লে-বেঁতে। বাবা কোথায়?
আজ সকালেই উনি স্কটল্যান্ড থেকে ফিরেছেন ওঁকে ফোনটা দিচ্ছি...
জো? আমরা এখনই যাচ্ছি! হ্যাঁ, ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। স্ট্যাটোশিপে পাহারা বসাতে ভুলো না। পাহারা বসিয়েছ?...বাঃ!

ইতিমধ্যে...
শ শ শ...সাবধান...বিমানটায় নিশ্চয় পাহারা আছে...

দ্যাখো ! পুলিশ ! জানতাম ওরা থাকবে !

পেট্রল-ক্যানটা রেখে আমার পেছনে এসো !

জলদি ! পেট্রল নিয়ে এসো ।...

মিনিটকয়েকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব ।

পুরোটা ঢালো । বেশ ভাল করে ভিজিয়ে দাও...

জ্বালানির ট্যাঙ্কে এটা ঢুকিয়ে দিই, অন্য প্রান্তে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরাব । স্ট্র্যাটোশিপ আর থাকবে না ।

এই তো ! হয়ে গেছে !... তোমার দেশলাইটা দাও !

দাও, দেশলাইটা দাও...
হ্যাঁ...দাঁড়াও...
না, দেশলাই নেই !
পুলিশের পকেটে পাবে...যাও, চটপট !
?
বেশ তাড়াতাড়ি চালিয়েছ...ওই তো স্ট্যাটোশিপ...
পুলিশ দেখছি না তো...
এই রে ! লেগ্র্যাঁ আর ওর ছেলে !
বাবা, দ্যাখো । একটা লোক স্ট্যাটোশিপের দিকে দৌড়চ্ছে !
জলদি, ওয়ার্নার !... এই নাও লাইটার !... লেগ্র্যাঁ ওর ছেলেকে নিয়ে আসছে !
চুলোয় যাক !... দাও, চটপট !
জলদি, ওয়ার্নার !... জলদি ! ওরা আসছে !
লাইটারটা জ্বলছে না !
আয় !... আয় !...
শেষ পর্যন্ত !

কেল্লা ফতে !
চার্লি, পালাও !
খুব দেরি হয়ে গেল !
H 22
গুণ্ডার দল !
এখানে দাঁড়াও...প্লেনটা বাঁচানোর চেষ্টা করি !
ও দেখছি স্ট্র্যাটোশিপের দিকে দৌড়চ্ছে !...ও ককপিটে ঢুকছে ।
বাবা
... কী করছ তুমি ?
উন্মাদ ! জ্বালানির ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হবে ! এঞ্জিন !... এঞ্জিনটা ও চালু করেছে !

শয়তান নিপাত যাক ।
আগুন নেভানোর কোনও যন্ত্র !
জো ।
হে ঈশ্বর ! বাবা নিরাপদ !
হুররে !
বাবা, এতক্ষণে স্বস্তি পেলাম । তুমি পুড়ে যাওনি তো ?
তেমন কিছু না । তবে বেশ গরম লাগছিল !
স্ট্র্যাটোশিপকে রক্ষা করতে পেরেছি, এটাই আসল কথা । ভাটায় ওটা আমরা টেনে আনব ।
এসো, কেটে পড়ি ।
দাঁড়াও । দারুণ সুযোগ !
গুড়ুম
লাগল না !...এখন ওরা আড়ালে লুকিয়ে পড়ল !
গুড়ুম
গুড়ুম
সব শেষ ?
তাই মনে হচ্ছে...
হোটেলে, জলদি ! সেখান থেকে ফের প্যারিস !

আর-একটা চক্রান্ত ব্যর্থ হল...ধৈর্য ধরতে হবে, জো। আমরা জিতবই...

এক সপ্তাহ পরে...

প্যারিস বেতার...আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২-এর অতলান্তিক পাড়ির সরাসরি সম্প্রচার আমরা করব। জানা গেছে, বিমানটির ওপর কয়েকবার হামলা হয়েছিল। গত সপ্তাহে বিমানটি তো আগুনে পুড়ে প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিল। এঞ্জিনিয়ার লেগ্র্যাঁ বিমানটিকে রক্ষা করেছেন। পরের দিন বিমানটি প্যারিসে আনা হয়। মেরামতির পর স্ট্র্যাটোশিপ এখন প্রস্তুত...

আজ বিমানটি ঘণ্টায় ১০০০ কিলোমিটার গতিতে অতলান্তিক পাড়ি দেবে। বিমানটি ধ্বংস করার জন্য গুণ্ডারা কেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, এখনও তা স্পষ্ট জানা যায়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী একটি কোম্পানি নাশকতার চেষ্টা করেছিল, এই তত্ত্বও উড়িয়ে দেওয়া যায়...রহস্য থেকেই গেল। যাই হোক, বিমানটির উড়ানের সময় এসে গেছে, আমি বিমানবন্দরে আমাদের রিপোর্টারকে দিচ্ছি...

বিমানবন্দর থেকে বলছি। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২ উড়বে। বিমানটি ঘিরে রেখেছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। আকাশে উড়ন্ত ফৌজি বিমান পাহারা দিচ্ছে।...স্ট্র্যাটোশিপ আছে কড়া পাহারায়...

এঞ্জিনিয়ার লেগ্র্যাঁর ছেলে ও মেয়েকে কাছেই দেখতে পাচ্ছি। ওরাও ওদের বাবার জন্য অপেক্ষা করছে...তিনি ও পাইলট এস.এ.এফ. সি.এ-র অধিকর্তার কাছ থেকে শেষ মুহূর্তের নির্দেশ বুঝে নিচ্ছেন...

জেট, আর কয়েক ঘণ্টা, তারপরই পুরস্কার...

এবার কিন্তু শেষটা চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রমহোদয়গণ, এটা আপনাদের জয়ের জন্য !...

উড়ানের সময় নির্দিষ্ট ছিল সকাল আটটায়। এখন ন'টা। এখনও স্ট্র্যাটোশিপের কর্মীরা এসে পৌঁছননি... দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

ওঁরা কী করছেন, বুঝতে পারছি না।

দেখা যাক...

এখানে...

কোনও উত্তর নেই... অদ্ভুত...

জো, মনে হচ্ছে...

? ?

বাবা, কী হয়েছে ? কথা বলছ না কেন ?
জলদি জেট ! এখনই ডাক্তার আনতে হবে ।
!
আসুন ডাক্তার, মনে হয় ওদের কোনও মাদকদ্রব্য খাইয়ে দেওয়া হয়েছে ।
ঠিক বলেছ । এরা কোনও কড়া মাদকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ।
ডাক্তার, ওরা কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে ?
কী খাওয়ানো হয়েছে, তার ওপরেই নির্ভর করছে ।
...ওরা আসতে পারবে না । খুব কড়া দাওয়াই দিয়েছি । ...প্রায় অচেনা দাওয়াই...
কিন্তু উড়ানের কী হবে, ডাক্তার !... নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হবে ২৫ তারিখ । তিনদিন...
যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।
বুধবার, ২৩ নভেম্বর...
জানা গেছে, ডাক্তারদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও জ্ঞান ফিরে পাননি এস. এ. এফ. সি. এ-র অধিকর্তা, ডিজাইনার ও স্ট্র্যাটোশিপের পাইলট...
বৃহস্পতিবার, ২৪ নভেম্বর
তিনজনের অবস্থা স্থিতিশীল । বিমান পরিবহণ মহলের গুজব, স্ট্র্যাটোশিপের উড়ান বন্ধ থাকবে ।
...সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামীকাল মাঝরাতে ।
বাবা এই ক'মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে একেবারে শেষ মুহূর্তে হেরে গেলেন ।
জেট, শোন !...কাল সকালের মধ্যে বাবা সুস্থ না হলে আমি নিজেই স্ট্র্যাটোশিপ চালিয়ে নিউ ইয়র্কে যাব !
জো !...
জো ছেলেটা যদি স্ট্র্যাটোশিপ চালাতে চায়, কী করবে । ও তো দেখিয়ে দিয়েছে, স্ট্র্যাটোশিপ চালাতে পারে...
চিন্তা কোরো না । ওটাও আমি ভেবে দেখেছি, ব্যবস্থাও নিয়েছি...

পরের দিন ভোরে...
এখনও জ্ঞান ফেরেনি...
বাবা, বাবা !
আয় জেট,...আমাদের আর ভাবার কিছু নেই...
মাকে লেখা চিঠিটা কোথায় ?
আমার বিছানায়...
আয় জেট !...হয় এসপার, নয় ওসপার !
ওয়ার্নার ঠিকই বলেছে। ছেলেমেয়ে দুটো যদি স্ট্র্যাটোশিপ নিয়ে উড়ে... নজর রাখা দরকার
ওঃ ! ওই দ্যাখ...দরজা খুলছে...
বাচ্চাদুটো !...ওরা বাইরে যাচ্ছে !
চটপট ! ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে...
?
যাঃ ! ওরা একটা ট্যাক্সি নিয়েছে !
কী করি ?... পিছু তো নিতে হবে...
কিন্তু আর ট্যাক্সি তো নেই !
?
রি-রি-রি-ং
রি-রি-রি-ং
রি-রি-রি-ং
হ্যালো ?...হ্যালো ! ...হ্যাঁ, তুমি ? কী ? বাচ্চাদুটো তোমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে ! ...যত্তসব !
যেভাবেই হোক ওদের থামাতে হবে !

বড় ফটক বন্ধ। পাঁচিলটা ঘুরে যাব...

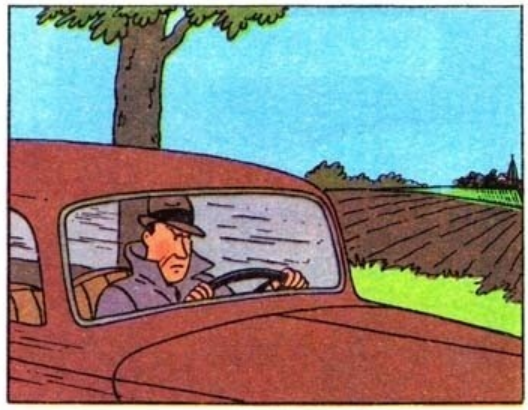

চলে আয়। কাউকে দেখছি না...

দাঁড়াও !
? ?

ও, তোমরা ?
কী চাও
তোমারা এখানে ?
পাহারাদার জুল !

সুপ্রভাত জুল...আমরা...দেখতেই পাচ্ছ...
বাবা এখন সুস্থ। উনি এখানে আসছেন...
উনি চান স্ট্যাটোশিপটা বের করতে।...
বুঝতেই পারছ...স্ট্যাটোশিপ আজ উড়ছেই...

দাঁড়াও...কর্মীদের খবর দিচ্ছি...

দুঃখিত, জুল...তোমার হাত থেকে
নিস্তার চাই...চটপট, স্ট্যাটোশিপ !

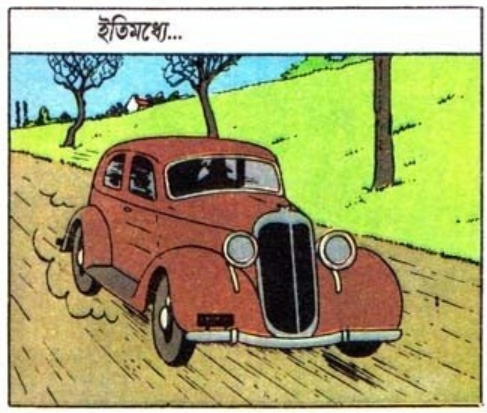
ইতিমধ্যে...

কী... ? ওই তো স্ট্র্যাটোশিপ !
!
অবিশ্বাস্য ! আমরা নিউ ইয়র্কের পথে উড়ছি !
রি-রি-রি-ং
রি-রি-রি-ং
রি-রি-রি-ং
হ্যালো...হ্যাঁ...না...মাদাম লেগ্র্যাঁ বলছি... ? কী ?... হ্যাঁ...হাসপাতাল ?
হ্যাঁ...আহত এক মোটরচালককে এইমাত্র এখানে এনেছে। সে মসিয়েঁ লেগ্র্যাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে বলছে, ওর নাম ওয়ার্নার। পাইলট। ...হ্যাঁ...না...প্রাণের আশা নেই।
আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। হ্যাঁ... তাড়াতাড়ি পৌঁছব...
ভোর। ফিরে জো ও জেটকে ওঠাব।
মাদাম লেগ্র্যাঁ ? আমার সঙ্গে আসুন।
ওই যে !

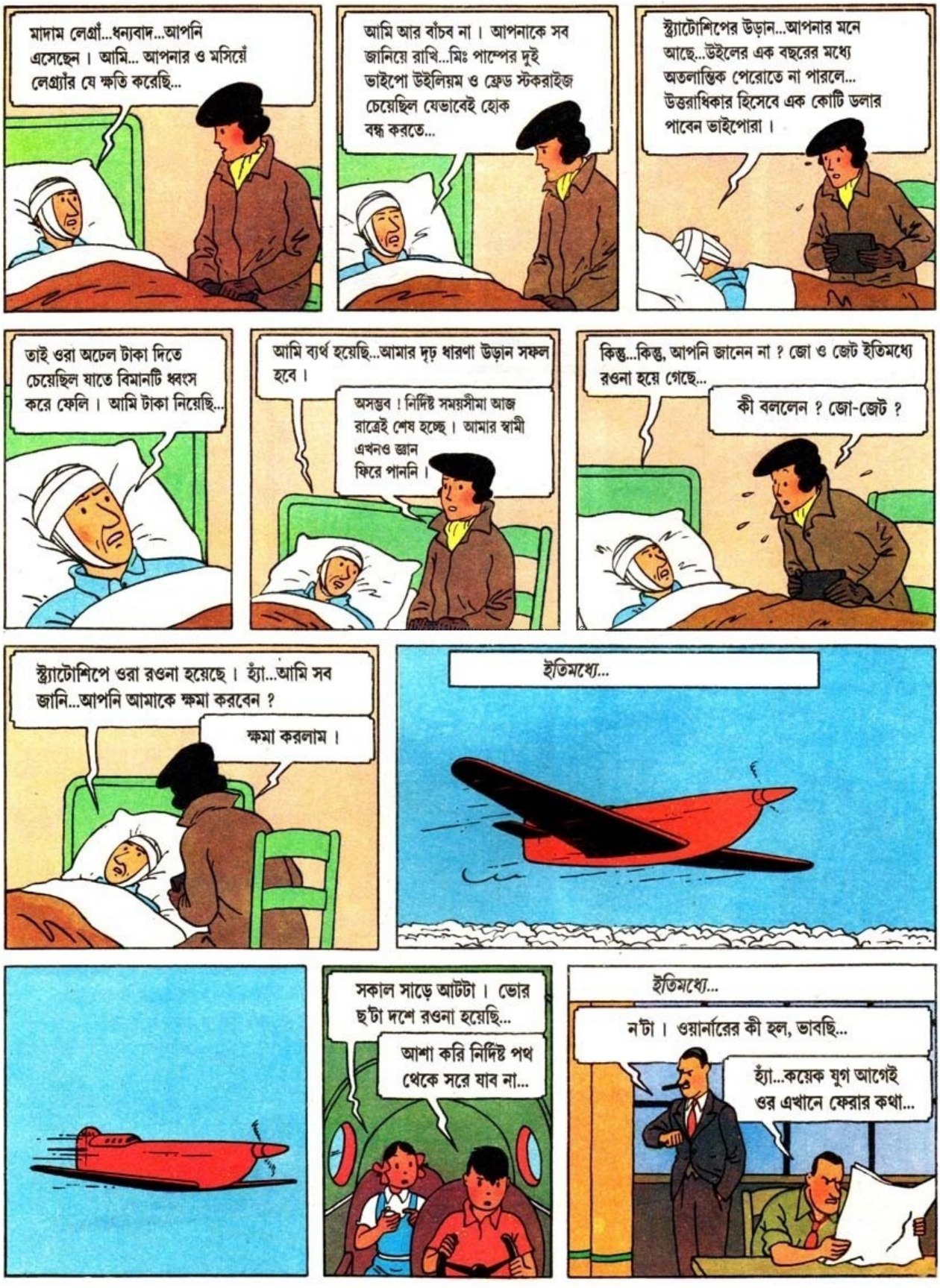

মাদাম লেগ্রাঁ...ধন্যবাদ...আপনি এসেছেন। আমি... আপনার ও মসিয়েঁ লেগ্র্যাঁর যে ক্ষতি করেছি...
আমি আর বাঁচব না। আপনাকে সব জানিয়ে রাখি...মিঃ পাম্পের দুই ভাইপো উইলিয়ম ও ফ্রেড স্টকরাইজ চেয়েছিল যেভাবেই হোক বন্ধ করতে...
স্ট্র্যাটোশিপের উড়ান...আপনার মনে আছে...উইলের এক বছরের মধ্যে অতলান্তিক পেরোতে না পারলে... উত্তরাধিকার হিসেবে এক কোটি ডলার পাবেন ভাইপোরা।
তাই ওরা অঢেল টাকা দিতে চেয়েছিল যাতে বিমানটি ধ্বংস করে ফেলি। আমি টাকা নিয়েছি...
আমি ব্যর্থ হয়েছি...আমার দৃঢ় ধারণা উড়ান সফল হবে।
অসম্ভব! নির্দিষ্ট সময়সীমা আজ রাত্রেই শেষ হচ্ছে। আমার স্বামী এখনও জ্ঞান ফিরে পাননি।
কিন্তু...কিন্তু, আপনি জানেন না? জো ও জেট ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে...
কী বললেন? জো-জেট?
স্ট্র্যাটোশিপে ওরা রওনা হয়েছে। হ্যাঁ...আমি সব জানি...আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?
ক্ষমা করলাম।
ইতিমধ্যে...
সকাল সাড়ে আটটা। ভোর ছ'টা দশে রওনা হয়েছি...
আশা করি নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে যাব না...
ইতিমধ্যে...
ন'টা। ওয়ার্নারের কী হল, ভাবছি...
হ্যাঁ...কয়েক যুগ আগেই ওর এখানে ফেরার কথা...

?
উইলিয়ম স্টকরাইজ ?
হ্যাঁ, আমি...কী চান আপনারা ?
আইন মোতাবেক আপনাকে গ্রেফতার করলাম।
সাবধান !
কিছুক্ষণ পরে...
এটা অপমান। আমি এক মার্কিন নাগরিক, আমি এর প্রতিবাদ করছি !
ওয়ার্নারের স্বীকারোক্তি যদি জানেন প্রতিবাদ করতে পারবেন না।
ওয়ার্নার স্বীকারোক্তি করেছে ? তা হলে আমিই এস. এ. এফ. সি. এ. পরিকল্পিত উড়ান বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। কারণ, কাকার টাকাট' আমার দরকার।
উইলে কী লেখা আছে জানতে পেরেই ফ্রান্সে চলে আসি। আমার শিকাগোর বন্ধু চার্লি ব্রুকের সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে ওয়ার্নারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। সব ঠিকই চলেছে। আজ রাত্রেই সময়সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে, স্ট্র্যাটোশিপও মাটিতে পড়ে।
তা'ই বুঝি ? ঠিক এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটোশিপ আমেরিকায় উড়ে যাচ্ছে !
?
প্যারিস এফ আর ৬... প্যারিস এফ আর ৬ বলছি। নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রালকে চাই...
নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রালকে প্যারিস এফ আর ৬...স্ট্র্যাটোশিপ এইচ.২২ আজ স্থানীয় সময় ভোর ছ'টায় প্যারিস ছেড়েছে। গন্তব্য নিউ ইয়র্ক। বিমানটি চালাচ্ছে জো-জেট।
নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল বলছি...বার্তা গ্রহণ করলাম...
জেট, ইন্ডিকেটরে দ্যাখ, আমরা ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার বেগে যাচ্ছি।

যে গতিতে যাচ্ছি তাতে মনে হয় মার্কিন উপকূল থেকে আমরা খুব একটা দূরে নই।

রেডিও নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল...এইমাত্র খবর পাওয়া গেল ফরাসি বিমান স্ট্র্যাটোশিপ এইচ.২২ আজ স্থানীয় সময় ভোর ছ'টায় প্যারিস থেকে রওনা হয়েছে। কোটিপতি জন এ. পাম্পের উইল অনুযায়ী পুরস্কার জিততে হলে বিমানটিকে প্রায় ৩৭৫০ মাইল ছ'ঘণ্টারও কম সময়ে উড়তে হবে।

প্যারিস ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পাঁচ ঘণ্টা। তাই আমাদের হিসেবে সাতটা নাগাদ বিমানটিকে নিউ ইয়র্কে নামতে হবে। বিমান পরিবহণের ইতিহাসে এই ঘটনা অভূতপূর্ব। স্ট্র্যাটোশিপ চালাচ্ছে জো লেগ্র্যাঁ, সঙ্গে ওর বোন জেট। ওদের পথ দেখিয়ে স্প্রিংফিল্ড বিমানবন্দরে আনতে কয়েকটি জঙ্গি বিমান আকাশে উড়েছে।

পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব।

হ্যাঁ, যদি ঠিক পথে চলি তবেই!

মেঘের নীচে নামি। গতি কমে গেলেও বুঝতে পারব কোন পথে যাচ্ছি...

সমুদ্র! এখনও সমুদ্র!

না! ওই যে!...মার্কিন উপকূল, জেট।

আমেরিকা!

ইতিমধ্যে, নিউ ইয়র্কে...

এখন ঠিক সাড়ে ছ'টা। স্ট্র্যাটোশিপকে স্বাগত জানাতে যেসব বিমান পাঠানো হয়েছে, তারা জানিয়েছে বিমানটি এখনও নজরে আসেনি...

ওই দ্যাখো ওটা !
U.S.ARMY
জেট ! একটা এরোপ্লেন !... ওই যে ওখানে, বাঁক নিচ্ছে...
এফ-১৪৭ থেকে বলছি। স্ট্র্যাটোশিপ দেখতে পেয়েছি। বি-৩১, বি-৩২ ও বি-৩৫ স্কোয়াড্রন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরুন। ৫০০ ফুট ব্যবধানে লাইন দিন ওর সামনে...স্প্রিংফিল্ড বিমানবন্দরের দিকে।
জো ! জো ! পেয়েছি। ওরা আমাদের পথ দেখাচ্ছে। এখন শুধু ওদের অনুসরণ করতে হবে।
বেঁচে গেছি !
ওঃ ! ওই আর একটা...আরও একটা। দ্যাখ, কত তাড়াতাড়ি আমরা ওদের পেরিয়ে যাচ্ছি।
বুঝতে পেরেছ ?...ওকে নামাতে পারলেই ২৫ হাজার ডলার।
চিন্তা করবেন না মিঃ স্টকরাইজ ! আমার কাছে এরকম স্টান্ট কোনও ব্যাপারই নয়।
বিমান ধ্বংসের শুটিং করতে হলে ফিল্ম স্টুডিওগুলো সবসময় ওকেই নেয়।
US-BNR

আঃ !...একটা প্লেন...একটা...
বিমানবাহিনীর জঙ্গি বিমান...অবস্থা ভাল নয়...
তবে ওরা বাধা দেওয়ার সময় পাবে না ।
US
US-BNR
BNR
বিখ্যাত সেই স্ট্র্যাটোশিপ !
এই গতিতে কাজটা কঠিন । দেখা যাক...
আমরা আরও কাছে এসে পড়েছি ।
গতিটা একটু কমাই ।
হ্যাঁ, তবে বিমানবন্দরটা
যেন পেরিয়ে না যায় ।
এভাবে ডাইভ দিলে
গতিটা যথেষ্ট বেড়ে যাবে...
US-BNR
এবার নিখুঁত লক্ষ্যে
আঘাত হানব ।
US-BNR
পৌঁছে গেছি জেট !
বিমানবন্দর দেখতে পাচ্ছি ।

ফসকে গেল !
US-BNR
জলদি । আর-একবার চেষ্টা করি । না হলে...
BNR
US
কী ?...প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছি না ।
দ্যাখো, একজন ঘুরপাক খেয়ে নীচে পড়ছে ।
U.S. ARMY
স্ট্র্যাটোশিপ !
এসে গেছে ।
হুরে !
জো, যেন ভুল না হয় । ঠিকঠাক চালাস ।
জেট ! চিন্তা করিস না ! পেরেছি...আমি পেরেছি ।
স্ট্র্যাটোশিপ নামতে চলেছে !...নামল বলে... ওঃ ! বিশ্বাস করতে পারছি না ! বিমানবন্দরে নামার যন্ত্রটাই ওরা চালু করেনি ।
ABC

আপনাদের এই খবর দেওয়ার সময় স্ট্র্যাটোশিপ মাটিতে আছড়ে পড়েছে, ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে...
ABC
আহা বাচ্চা দুটো !
হায় রে...
কী হয়েছে ?
চাকা দুটো খোলেনি...
ওরা বেঁচে আছে !...
হুরে
জো-জেট জিন্দাবাদ !
?
জোকো !

ইতিমধ্যে প্যারিসে...
হা ঈশ্বর ! কী ঘটল ?...আমি এখন কোথায় ? কিছুই মনে পড়ছে না । ও হ্যাঁ...স্ট্র্যাটোশিপ...
পঁচিশ...আজই পঁচিশ...তা হলে আমরা পারলাম না !
25
খবর পড়ছি...স্ট্র্যাটোশিপ স্থানীয় সময় সকাল ৬.৫৭ মিনিটে নিউ ইয়র্কে নেমেছে । ঘণ্টায় ১০২৯ কিলোমিটার বেগে বিমানটি প্যারিস থেকে এসেছে ।
প্রতিশোধ নেব !
মিছিল সবে শুরু হয়েছে...লোকে লোকারণ্য । আবেগে, উত্তেজনায় সবাই টগবগ করে ফুটছে । দুই শিশু বৈমানিককে ওরা দারুণ সংবর্ধনা জানাচ্ছে
ওরা এখন সিটি হলে এসে গেছে । নিউ ইয়র্কের মেয়র নিজে ওদের স্বাগত জানাচ্ছেন । ...
...সারা আমেরিকা তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে । তোমরা স্ট্র্যাটোশিপের প্যারিস-নিউ ইয়র্ক যুগান্তকারী উড়ানের নায়ক ফ্রান্সের যুবসমাজের সফল প্রতিনিধি ।
আমেরিকার প্রতিটি স্কুলছাত্রছাত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এই পুষ্পস্তবক তোমাদের উপহার দিয়ে গর্ব বোধ করব ।
জো ও জেট লেগ্র্যাঁর সংবর্ধনার পর ওরা ইম্পিরিয়াল হোটেলে গেছে । দেশে ফেরার আগে ওরা ওখানেই থাকবে ।
উঃ !...এবার আমরা বিশ্রাম নিতে পারি...সত্যিই বেশ ক্লান্ত লাগছে, জেট !
আমারও, জো !...যাক, সব ভালয়-ভালয় শেষ হয়েছে !...
মিঃ জো ও মিস জেট দেখা করবেন কি না, সাংবাদিকরা জানতে চাইছেন ।
সাংবাদিকরা এসেছেন ? ...হ্যাঁ, ওঁদের আসতে দিন ।

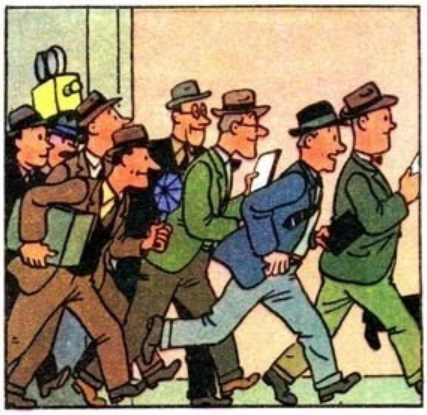

ওড়ার সময় কেমন মনে হচ্ছিল ?
আইসক্রিম পছন্দ করো ?
তুমি কি পুতুল খেলো ?

মিঃ জো, এখানে অনেকে আপনার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।
...অটোগ্রাফ ? তা ভাল ! পাঠিয়ে দিন !

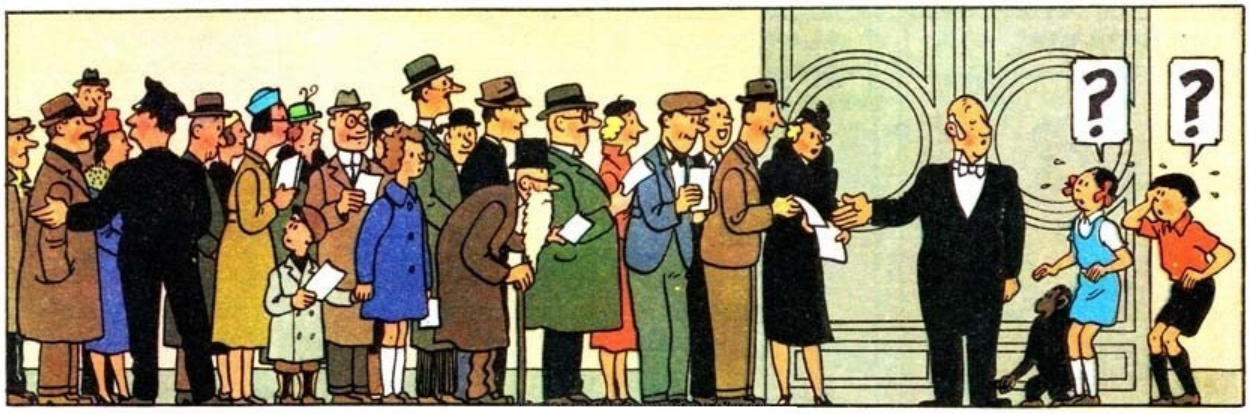
?
?

তরুণ দুই বিমানচালক এখন তাঁদের হোটেলে সমবেত জনতাকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন...

আঃ !...একটা মতলব !

এবার ওদের পেয়েছি !

চটপট ! ওদের হোটেলে !

তেমন দেরি হয়নি !
এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে...
আপনার অটোগ্রাফ, মিঃ জো...
ধন্যবাদ মিস জেট, আপনার । ধন্যবাদ !
এবার...কাগজের ভাঁজ খুলি... এই তো কেল্লা ফতে !
আমরা, নিম্ন সাক্ষরকারীরা, জো ও জেট লেগ্র্যাঁ স্বীকার করছি, আমরা এজোরস থেকে উড়ে এসেছি। গোপনে সমুদ্রপথে স্ট্র্যাটোশিপ-এইচ -২২ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
জো জেট
এটা সাংবাদিক হার্বার্ট জোনসকে দেব...শেষ হাসিটা হাসব আমরাই।
পরের দিন সকালে...
দ্য ডিসপ্যাচ
প্রতারণা
স্ট্র্যাটোশিপ-এইচ-২২
উড়ে এসেছে এজোরস থেকে
চমকপ্রদ এই সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন রিপোর্টার হার্বার্ট জোনস। তিনি বলছেন, তাঁর কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে।
জো ও জেটকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠানো হয়েছে...
এত হতাশ হওয়ার কারণ নেই, জেট। আমরা যে সত্যি কথা বলছি, তা প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না।
আমাদের কি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ?
না, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তোমাদের জেরা করবেন।
এই কাগজটায় তোমরা সই দিয়েছ, স্বীকার করো ?
সার, ও-দুটো আমাদেরই সই। তবে হলফ করে বলছি, এরকম কোনও ঘোষণাপত্রে আমরা সই দিইনি !
তা'ই ? তোমরা প্যারিস থেকে উড়ে এসেছ, এখনও দাবি করছ ?
অবশ্যই ! এটা প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না।

ধন্যবাদ...তোমাদের হাজতে পাঠানো হবে। তোমাদের বিবৃতিও পরীক্ষা করে দেখব।
প্যারিসে বার্তা পাঠান। জো ও জেট লেগ্র্যাঁ স্ট্র্যাটোশিপ প্যারিস থেকে ওড়ার যে তারিখ ও সময় আমাকে বলেছে, তা ঠিক কি না ওরা এখনই তদন্ত করে আমাদের জানাক।
কয়েক ঘণ্টা পরে...
ফরাসি কর্তৃপক্ষ এই উত্তর পাঠিয়েছেন...
ভাল...জো-জেট সত্যি কথাই বলেছে। সেই রিপোর্টারকে কেউ নিয়ে আসুন, যিনি এটা শুরু করেছেন...
যিনি এই তথ্য আপনাকে জানিয়েছেন, তাঁর নাম বলুন।
দুঃখিত। নিশ্চয় জানেন, আমি আমার খবরের সূত্র প্রকাশ করতে পারি না।
জানি, কিন্তু খবরটা ভুয়ো। এটা জাল নথি। আপনি যদি লোকটির নাম না বলেন, আপনাকে গ্রেফতার করা হবে।
তা হলে শুনুন, ওর নাম ফ্রেড স্টকরাইজ।
ফ্রেড স্টকরাইজ... ধন্যবাদ...ও ভদ্রলোককে এখনই গ্রেফতার করা হবে।
এক ঘণ্টা পরে...
তোমরা মুক্ত!
তোমরা!
লোকটাকে চেনো? ফ্রেড স্টকরাইজ। ওই লোকটাই তোমাদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য নথি জাল করেছিল।
ওঃ! শয়তান!
?
জোকো!...জোকো!
ইয়ো ইয়ো

স্ট্র্যাটোশিপ এইচ-২২

নিউ ইয়র্ক, বুধবার

আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষে জো ও জেট লেগ্র্যাঁ মিঃ পাম্পের উত্তরাধিকার হিসেবে এক কোটি ডলার গ্রহণ করেছে। বিশ্বস্ত জোকোকে নিয়ে তারা আজ প্যারিস রওনা হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, ফ্রেড স্টকরাইজ তাঁর সব দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁকে ও তাঁর ভাই উইলিয়ামকে নানা অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

স্ট্র্যাটোশিপ এইচ-২২

প্যারিস, সোমবার

চেগবুর্গে বিমানটি নামার সময় মঁসিয়ে ও মাদাম লেগ্র্যাঁ তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। শিশু দুই বৈমানিককে দেওয়া হয় বিপুল সংবর্ধনা। প্যারিসে আজ সকালে প্রেসিডেন্ট তাদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাদের সাহসের প্রশংসা করেন।

স্ট্র্যাটোশিপ এইচ. ২২

প্যারিস, বুধবার

জো ও জেট লেগ্র্যাঁ আজ সকালে আধুনিক সাজসরঞ্জাম সমেত সুন্দর একটা মোটর ক্যারাভান কিনেছে। রিপোর্টারদের এক প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছে, এই মোটর ক্যারাভান তারা এক জিপসি পরিবারের জন্য কিনেছে।

স্ট্র্যাটোশিপ এইচ-২২

প্যারিস, রবিবার

জো ও জেট লেগ্র্যাঁ দূরপাল্লার এক পরিবহণ বিমান কিনেছে। ঘণ্টায় ৪০০ কিমি গতিবেগসম্পন্ন এই বিমান মেরু অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী। দরকার হলে স্কি-র কাজেও একে লাগানো যায়। বিমানটি আজ এক অজানা গন্তব্যে রওনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, জো ও জেট লেগ্র্যাঁকে সাহায্য করেছেন এক....। বিমানটি তাঁকেই উপহার দেওয়া হবে।

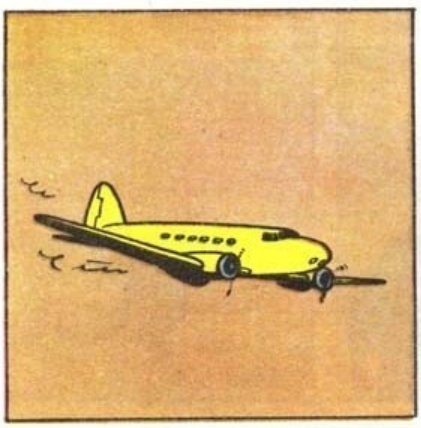

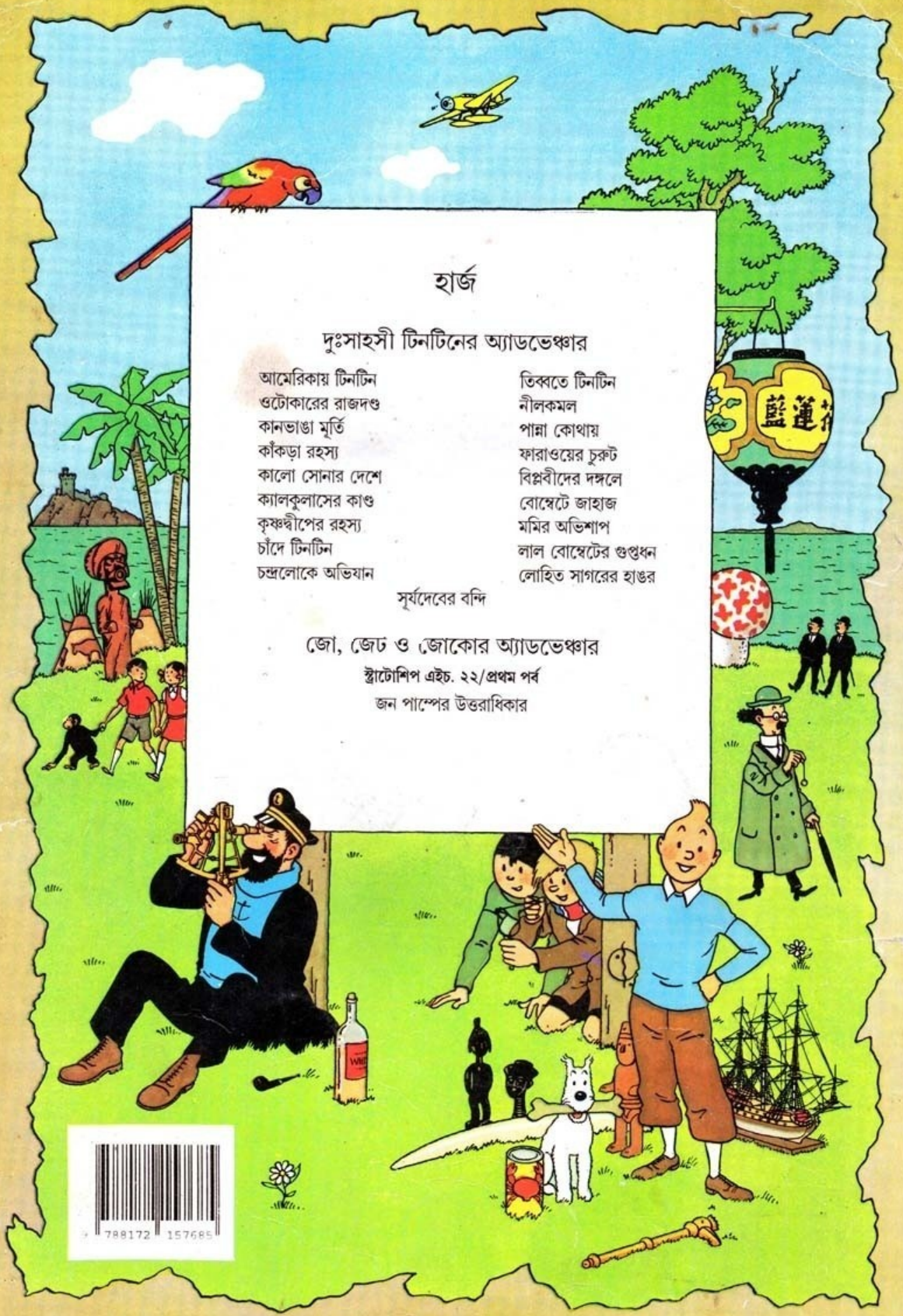

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার

আমেরিকায় টিনটিন
ওটোকারের রাজদণ্ড
কানভাঙা মূর্তি
কাঁকড়া রহস্য
কালো সোনার দেশে
ক্যালকুলাসের কাণ্ড
কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য
চাঁদে টিনটিন
চন্দ্রলোকে অভিযান
তিব্বতে টিনটিন
নীলকমল
পান্না কোথায়
ফারাওয়ের চুরুট
বিপ্লবীদের দঙ্গলে
বোম্বেটে জাহাজ
মমির অভিশাপ
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
লোহিত সাগরের হাঙর
সূর্যদেবের বন্দি

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২/প্রথম পর্ব
জন পাম্পের উত্তরাধিকার